

এইরূপে হিন্দুসমাজ ক্রমেই ব্রাহ্মসমাজের দিকে অগ্রসর হইতেছে । যে সকল সামাজিক কুপ্রথা বর্জনার্থ ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি—যে কাৰণে ব্রাহ্মগণ হিন্দু সাধারণ হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সকল কুপ্রথা হিন্দুসমাজও ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিতেছে । একবারে পরিত্যাগ করিতে আরো কিছুকাল লাগিবে, এবং যে দিন হিন্দুসমাজ সেই সকল কুপ্রথা একেবারে বর্জন করিবে, সেই দিন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়েরও বিশেষত্ব ও স্বাভাবিক বিনাশ হইবে । আর আজি কালিও যে পরিনামে হিন্দুসমাজের ভিতরে ভ্রাতৃত্ব, বালা-বিরোধ প্রভৃতি রূপ হইবে, তাহা সেই পরিনামে ব্রাহ্ম দল বুদ্ধিমান পাইবে ।

ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠিত বহু সাধনের সঙ্গে হিন্দুসমাজের তত বিরোধ নাই । হিন্দুসমাজের বিরোধ ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের নব প্রবর্তিত সামাজিক প্রথাটির সঙ্গে । এটি বিরোধও যখন ক্রমে নষ্ট পাইয়া গাটতেছে, হিন্দুসমাজে পানি না যখন ব্রাহ্ম ধর্ম সাধন করা ক্রমে সহজ হইয়া উঠিতেছে, তখন যে ব্রাহ্ম দল বুদ্ধি হার হইবে, তাহা আর আশঙ্ক্য কি ?

তাহাতেই বলি, ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় । আমরা যে স্বতন্ত্র একটা বাদান দল হইব, এ আশা নাই, এবং তাহা স্নেহেবই কথা । ব্রাহ্মসমাজ আপনাব জীবন-ত্রয় শেষ করিয়া জীবন বিসর্জন করিবে, ইহা কি স্নেহেব কথা নহে ?

ব্রাহ্মধর্মের ভবিষ্যৎ আশোকময় । ব্রাহ্মধর্ম অসাম্প্রদায়িক, ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ধর্মবলে বা পিনাশে ব্রাহ্মধর্মের তত ক্ষতি হইবে না । এক দিকে গেমেন দেখিতেছি ব্রাহ্মসমাজে যোক সমাগম করিয়া আসিতেছে, অপর দিকে সেইরূপ দেখিতেছি ব্রাহ্মধর্মের সত্য সমুদ্র দেশনয় মধ্যাহ্ন স্নেহেব কিরণ মালাব মত পরিত্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে । এই দিকে অগ্নি সমাজ, এই দিকে বন্ধিম বাবু প্রভৃতি ইহা বা সকলেই অল্পাদিক পরমাণে ব্রাহ্ম সত্য প্রচার করিতেছেন । ইহারা আমাদের সম্প্রদায়ের বিরোধী হইতে পাবেন, কিন্তু তলাইয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইহারা আমাদের ধর্ম বিবোধী তত নহেন ।

একদিকে গেমেন হিন্দুগণ এইরূপে ক্রমে ব্রাহ্মধর্মের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, অপরদিকে ঠিক সেইরূপ ব্রাহ্মগণও একটু একটু হিন্দু ধর্মের দিকে যাইতেছেন । হিন্দু সাধন প্রণালী ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । বিজয় বাবুকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মগণ পরিত্যাগ করিতে পাবেন, কিন্তু বিজয় বাবু ও তাঁহার সঙ্গীগণ ব্রাহ্ম সমাজে যে নূতন ভাব প্রতিষ্ঠা করাইয়া দিতেছেন, তাহার সমুদ্র উৎপাতন হইবে না । এই সংকীর্ণনে মাতামাতি, এই নাম জপ, এই ভাবুকতা, এই যোগ, ইহা বা আমূল উৎপাতন বর্তমান অবস্থায় অসাধ্য এবং এই সকলেই ব্রাহ্মগণকে অগঙ্কিতে হিন্দু ধর্মের দিকে টানিতেছে ।

নব্য চিন্তাধারা ও বৌদ্ধী ব্রাহ্মধর্মের মিলনে ব্রাহ্ম সত্য দেশে বহুল প্রচার হইবে। এদেশে ক্রমে একদল হিন্দু-ব্রাহ্মের ও একদল ব্রাহ্ম-হিন্দুর সৃষ্টি হইবে। এবং এই উভয় দলের দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্মের মূল সত্য সমূহ অধিকতর প্রচারিত হইবে। এই উভয় দলের দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্মের মধ্যে কিছু কিছু ভ্রান্তি এবং অসত্যও প্রবেশ করিবে সত্য, কিন্তু তাহা বেশী দিন টিকিতে পারিবে না। জ্ঞান প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে এই সকল ভ্রান্তি ও অসত্য আত্মনিরপেক্ষ হইয়া যাইবে।

প্রত্যাপ বাবু আনন্দিকা হইতে কবিয়া আসিয়া একদিন আনন্দিকের সমক্ষে বথোপকথনচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, “আজ গিওড়ার পার্কারের মতের বড় আদর আমেরিকায় দেখিতে পাওয়া যায় না।” দেখিতে পাওয়া যায় না—ইহাই সত্য, কিন্তু পার্কারের মত যে দেশে প্রচলিত হইবে, একথা সত্য নহে। তবে পার্কারের মত দেশীয় এত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে যে, তাহার বিশেষত্ব আর অনুভব করিতে পারা যায় না।

এদেশে ব্রাহ্ম ধর্মেরও তাহাই ঘটিবে বলিয়া বোধ হয়। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় বর্তমান স্বাভাবিক বর্ণা কবিয়া দীর্ঘজীবী হইবেন বোধ হয় না; হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা তাহাও বলা যায় না। তবে ব্রাহ্মসভা ক্রমে দেশীয় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, ব্রাহ্মধর্ম নামটি হইবে বিশেষ অর্থ কোনও নামেই হউক, ব্রাহ্ম সমাজের বর্তমান ধর্ম, শিক্ষিত জগতের ধর্ম হইবে।

তাঁই বোধ হয় যে, আনন্দিকের সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার—আর আনন্দিকের ধর্মের ভবিষ্যৎ আলোকিত।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

আদর।

(১)

আদরের বোন মোর স্নেহের পতুলী,
হাণি হাণি মুখ থানি মোহাগে অগলী,
বনের বিহঙ্গী প্রাণ,
হাস খেল নাঃ গাও,
বিষাদ কাহাবে বলে জাননা কখন,
সবল মধুর ভাবে জুড়ও শ্রবণ।

(২)

স্বভাবের শিশু বালা স্বরগের বাণী,
কোমল মধুর আশা পরিজ্ঞা চাহনি,
দেখিয়া দেখিয়া তোবে,
ভুলে যাই আপনান্নে,—
ভুলে যাই জীবনের বিষাদ ভাবনা;
তোর স্নেহে নিরানন্দে আনন্দ ধরেনা।

(৩)

চল বোন তোবে নিয়ে বাগানেতে যাব,
মনসাধে ফুলসাজে আজি তো' সাজাব,
মিশিগন্ধে মালা গাঁধি,
বচিব মোহন স্নিতি,
খোপায় পরাব তোর গোলাপের মাঝ,
উজলিয়া কর্ণমূল শোভিবে টগব।

(৪)

বকুলের হার গাঁধি গলায় পরাব,
মাধবীকঙ্কনে তোর ছবাহ সাজাব,
বাগানের মঞ্চ'পরি
বসাব ঘটন করি,
ফুলবাণী বেশে তুই অপূর্ণ শোভিবে;
মিলে সব বন দেবী উল্লসনি দিবে।

শ্রী—ম।

স্ত্রীবুদ্ধি শ্রলয়ঙ্করী !



আমাদেব বউমা বড বোকাটে গোছেব ছিলেন। বাবাজিৰ বুদ্ধিব খেলা তিনি সকল সময়ে বন্ধিয়া উঠিতে পাৰিতেন না, এবং মাঝে মাঝে আপনাব নিৰ্কুঁদ্ধিতাব দৰুণ মহা গোল বাধাইনা বসিতেন।

একদিন বাবাজি এক মহা সভায় এক দীৰ্ঘ বক্তৃতা কৰিয়া আসিয়াছেন। বোকা লোকদিগেব মত বউমা বুঝন আব না বুঝন সব কথা জানিবাব সাধটুকু ছিল। বাবাজিকে বক্তৃতাৰ কথা বাব বাব জিজ্ঞাসা কৰিতে লাগিলেন। বাবাজি স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে বক্তৃতা কৰিয়া আসিয়াছেন, বক্তৃতাৰ সাৰ মৰ্ম্ম বউমাকে সবিস্তাৰ বলিলেন। সব কথা শুনিয়া বউমা কি না শেষটা বলিয়া উঠিলেন, “তবে সে দিন আমি জানাব পাশে দাঁড়াইয়া ভাসানেব মিছিল দেখিতে ছিলাম বহিয়া তুমি এত সাগ কৰিয়া ছিলে কেন ?” বাবাজি স্বভাবতঃই বড় বিবক্ত হইলেন। বউমাকে এক ধমক দিয়া বলিলেন,—“তুমি ও সব কথা বুঝিবে কি ? স্ত্রী স্বাধীনতাৰ মানে বুঝি ঐ ? তোমাব নিৰ্কুঁদ্ধিতাব জালায় যে বাচিলে।”

আব একদিন বাবাজি একতা সম্বন্ধে একটা দিগ্‌গজ প্রবন্ধ লিখিয়া আপনা আপনি পড়িতেছেন, বাঙ্গালী মাজাজী সব ভাই হইবে, বন্ধু হইবে, সকলেৰ প্রাণে প্রাণে মিল হইবে, হৃদয়ে হৃদয়ে মিল হইবে, ইত্যাদি নানা কথা লিখিয়া পড়িতেছেন। বউমা নিকটে বসিয়া সব শুনিতে ছিলেন। বাবাজিৰ পড়া শেষ হইলে জিজ্ঞাসা কৰিলেন “আচ্ছা তুমি তোমাব কাগজে তবে প্রতিদিন বামবাবু ও তাহাব দলেব বোককে এত কবে গালাগালি কব কেন ? তোমবাতো বামবাবুব দলে আগে ছিলে, তাঁৰ দল ভেঙ্গে আব একটা দল কবিলে কেন ? আব বড ঠাকু-বের সঙ্গে মুখ দেখা দেখি নাই, তাতে কি একতাৰ হানি হয় না ?” বাবাজি গৰ্জন কৰিয়া উঠিলেন,—“ভাল বোকাব হাতে পড়েছি, তুমি রাজনীতিৰ কি জান ?”

আমাদেব বাবাজিৰ একখানি সংবাদ পত্ৰ ছিল। এই পত্ৰে একদিন এক বিরাট সভাৰ কাৰ্য্য বিবৰণ প্রকাশিত হইল। বাবাজি ও তাহাৰ বন্ধু কেনাৰাম চাটুৰ্য্যে এই সভাৰ প্রধান উদ্যোগী। সভাতে কেনাৰাম বাবাজিৰ দেশ হিতৈষণাব ও উৎসাহ উদ্যমেব বড় প্রশংসা কৰিয়া এক দীৰ্ঘ বক্তৃতা কৰিয়াছিলেন ; বাবাজিও কেনাৰামেৰ প্রশংসা কৰিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন। বউমা এই কাৰ্য্য-বিবৰণ পড়িয়া বাবাজিকে জিজ্ঞাসা কৰিলেন ; “আচ্ছা দেখ কেনা বাবু যখন তোমাৰ এত প্রশংসা কৰিলেন ও তুমি যখন কের কেনা বাবুৰ এত প্রশংসা কৰিলে, তখন সভাৰ

লোকে হাসি থামাইয়া রাখিতে পারিবাঁছিল কেমন কবে ?” বাবাজি ভাবি অসবুধ হইয়া বলিলেন,—“আমি সাধে কি তোমায় বোকা বলি ? এতে হাসিবার কথা কি আছে ? একপ কবে যদি আমবা পবম্পনের কার্য্য-কারীতা না বাঁড়াই, দেশ উদ্ধার হবে কি রূপে ?”

বাবাজি এক থানি বই রাখিবাঁছিলেন । এক দিন বাবাজিৰ সংবাদ পত্রে বউমা সেই পুস্তকেৰ স্তম্ভাৰ্ঘ্য সমালোচনা দেখিয়া বলিলেন,—“দেখ তোমাব আপনাব বইএব বড় প্রশংসা তোমাব নিজৰ কাগজে দেখে লোকে বহুবে কি ?” বাবাজি এবাবও বউমাব বুদ্ধিৰ দোষ দিয়া বলিলেন, “বই রাখিবাঁছি আমি প্রত্ৰকাৰ স্বৰূপ, সমালোচনা কৰিবাঁছি আমি সম্পাদক স্বৰূপ—ইহাতে কোন কি ? আমি প্ৰত্ৰকাৰ ও আমি, সম্পাদক, এ দুই ভিন্ন ব্যক্তি । তোমাব বুদ্ধি থাকিলে এ প্রভেদ বুঝিতে পারিতে ।”

বাবাজি একবাৰ দেশ উদ্ধাবেৰ জন্ত চাঁদা তুলিতে আবন্ত কৰিবাঁছিলেন । পুৰুষ মহলে অনেক বন্ধুতাদি কৰিয়া, তথা হুঁত অনেক টাকা তুলিয়া শেষটা মেয়ে মহলে আন্দোলন উপস্থিত কৰিলেন । একদিন বলবৰ্ণদিগেব এক বিবট সভা হইল । বউমাব এক গুণ হাজাৰ টাবাব কাগজ ছিল, তিনি সেখানি দান কৰিয়া আসিলেন । বাবাজি এই কথা শুনিবা ক্রোধে লাল হইয়া উঠিলেন । বউমা বাবাজিকে বুকাইয়া বলিলেন,—“তিনি স্বচ্ছাণ ঐ টাকা দান কৰেন নাহ : বাবাজি সকল মেয়েদিগকে কাতব ভাবে আপন আপন দ্বাধন এই মহৎ কাৰ্য্যে দান ব বিতে উপদেশ দিয়াছেন বলিবাঁই তিনি আপনাব ধন এই মহৎ কাৰ্য্য সাধনার্থ প্রকৃত চিন্তে দান কৰিয়া আসিগাছেন । এই তকে বাবাজিৰ ধৈৰ্য বাধা বঠিন হইল । পূৰ্ণ জন্মেব তপস্ৰাণ্ডে বউমা এবাব বাবাজিৰ লণ্ডাঘাত হইতে বক্ষা পাইলেন ।

পর দিবস বাবাজিৰ সংবাদ পত্রে বউমাব বদান্ততাৰ ভূয়সী প্রশংসা বাহিব হইল । বউমা আশ্চৰ্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা কৰিলেন,—“একি ? কাল যে জনা তুমি আমাকে বড় গালাগালি দিয়াছিলে, আজ তাবই জন্য আমাকে এত প্রশংসা কৰিতেছ ।” বাবাজি বলিলেন,—“ঘবেব কথা কি সংবাদ পত্রে লো ৷ বাব ?” বউমা বলিলেন,—“কেন ? বাম বাবু তাঁব জীব সঙ্গে কিরূপ ব্যবহাৰ কৰিয়া থাকেন ; একথা লইয়া তো তোমবা তোমাদেব কাগজে কত গালাগালি দিয়াছিলে ? এওতো ঘবেব কথা ছিল ?” বাবাজিৰ আব ধৈৰ্য বহিল না । ক্রোধ-বেগে বলিতে লাগিলেন,—“সাধে কি বলে ‘জীবুন্ধি প্রলয়ঙ্কৰী ?’

দ্বিতীয় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা ।]

[আশ্বিন, ১২৯৩ ।

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্ত লেখকগণ দায়ী)

—:○:—

মুঠা ।

মৃত্যু	শ্রীকীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ,	৪০১
“কে তুমি আমার” (পদ্য)	শ্রীনিরানন্দ গোস্বামী	৪০৮
বিবেক বা হিতাহিত জ্ঞান	শ্রীসীতানাথ নন্দি বি, এ,	৪০৯
সেন্ট পলের নবজীবন লাভ	শ্রীদেবেঞ্জনাথ মুখোপাধ্যায়	৪১৮
বিলাপ (পদ্য)	পণ্ডিত শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ,	৪২৫
ধর্মের হুকুম ...	...	৪২৮
অনন্ত দুঃখ ...	...	৪৩২
সমালোচন	...	৪৩৬

কলিকাতা

পটলভাঙ্গা, ২নং বেনেটোলা লেন, সখা-ঘরে, শ্রীললিতমোহন দাস-কর্কক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

মৃত্যু ।

“For when men lose the joys that sweeten.

I can not count this living, rather deem life.

As of a breathing corpse”

Sophocles.

মৃত্যু কি ভয়ানক ? তবে লোকে মৃত্যুকে ভয় কবে কেন ? আত্মার অমবদে বাহ্যিক বিশ্বাস আছে, মৃত্যু ত তাহা কালে অবস্থা পবিত্র, একটা ব্যাপ্তি মাত্র । তাহা ত মৃত্যুকে ভয় কবিবাব কোন কাৰণ নাই । আত্মার অমবদে বাহ্যিক বিশ্বাস নাই, পবকালে দণ্ড পাইবাব বাহ্যিক ভয় নাই, সে মৃত্যুকে ভয় কবে কেন । আস্তিক বা নাস্তিক মৃত্যুকে ভয় কবিবাব কোন কাৰণ দেখি না । ইহ সংসার যতই সুখের হউক পবকাল অধিকতর সুখদায়ক, সুখের কিরণ ইহা অপেক্ষা মনোবশ, চক্রেব জ্যোতি ইহা অপেক্ষা কোমল ও উজ্জল, পাখীর গান ইহা অপেক্ষা মিষ্ট, কুসুমের সুধমা ইহা অপেক্ষা,—আকাশে মেঘের গেলা ইহা অপেক্ষা মোহকর, সেখানে প্রণয়ে বিচ্ছেদ নাই, রেহে দাচ নাই, ভক্তিতে মত্ততা নাই, প্রেমের নিত্য মহোৎসব । সেখানে শত্রু নাই, সেখানে নিন্দা নাই, সেখানে শোক নাই, সেখানে মোহ নাই, ভয় ভাবনা বিভ্রম নাই, লজ্জা সঙ্কোচ সন্দেহ নাই, হিংসা তাপ গ্রানি নাই, তৃপ্তি পুষ্টি স্বপ্ন নাই । চক্রে কলঙ্ক নাই, কমলে কণ্টক নাই, নীল জলে লবণ নাই, নীলাশ্বরে বজ্র নাই, জীবনে মৃত্যু নাই । তবে কেন আস্তিকগণ মবিত ভয় কবে ? মৃত্যু পিপাসা তৃপ্ত করে ; তৃষানল নির্বাণ কবে, মায়া খণ্ডন কবে, কল্লনা বিচ্ছিন্ন কবে, হিংসা শাস্তি করে, ব্যাধি ঘুচায়, বিবহ ঘুচায়, দারিদ্র্য ঘুচায়, কলঙ্ক ঘুচায়, ভাবনা ঘুচায়, ভবসা ঘুচায়, তবে কেন নাস্তিক মবিত ভয় করে ? পৃথিবী ব্যাধি-মান্দ্র, দেহ ক্রিমি-নিবাস, মন যাতনার উৎস, প্রাণ গর্জিতের পাদ-প্রক্ষিপ্ত মৃতবর্জুল ; আকাশ শূন্য, পৃথিবী শূন্য, হৃদয় শূন্য, ভয়পূর্ণ । অশ্রু, বায়ুপূর্ণ সাহারা, মরীচিপূর্ণ প্রান্তর কেবল হু হু ধু ধু করে, মৃত্যুর আঁধারে পৃথিবীর অনাবৃত কঠোরতা আচ্ছাদিত হয়, শত্রুর মুখে কাঁলি

পড়ে, কলঙ্কেব দাগ মিশাইয়া যায়, ভাবনা নিদ্রিত হয়, অশান্তি দুর্বলতা যাতনা হতাশা হতমান কেহ দেখে না, মৃত্যুর অন্ধকারে দৃষ্ট প্রভু, গর্জিত রাজা ধনবান প্রতিবেশী, পবাক্রান্ত সহযোগী, প্রাসাদ কুটীব, সম্পদ বিপদ, স্তম্ভ দুঃখ ঐশ্বর্য্য দাবিদ্র্য্য সকলই একসঙ্গে এবই সঙ্গীর্ণ গুহায় আশ্রয় লয়, তবে নাস্তিক মনিতে ভয় কবে কেন ?

বোধ হয় মানুষমাত্রেরই কাপুরুষ, তাই মনিতে ভয় কবে। যে বীরপুরুষ সমবক্ষেত্রে কামানের অনলোন্মাদ অগ্রাহ্য করেন, তিনিও কাপুরুষতাব অতীত নহেন। যিনি ডাক্তার, স্তম্ভ সৃষ্টিকা দেখিয়া তিনিও ভয়ে কাপিতে থাকেন। কাপুরুষের দল বুদ্ধির দোহাই দেয়। তাই যে প্রকৃত সাহসী আত্মহত্যা কবিতা সংসার ও মৃত্যু, দেবতা ও অমৃত সকলকে উপহাস করেন; কাপুরুষ বুদ্ধিমানেরা তাহাকে উন্মাদ বলিয়া ঘোষণা করে। উন্মত্ততা না জন্মিলে কেহ আত্মহত্যা কবে না, ইহাই তাহাদের দর্শন। এ সংসারে যে আশা, সে আশা হঠাৎ না, হইবে না, পরলোকে তাহাকে পাইব, তবে মরিব না কেন? যদি স্বার্থপরতার তুল্যদণ্ডে ভালমন্দের বিচার কর, তবে সে মরণ বা পাপিষ্ঠ, যে কোহিনুর পাইবার লোভে সাগর পাব হইতে চায় না। কাপুরুষ গ্রামে বসিয়া মুষ্টি ভিক্ষায় দিনপাত করে। পরকাল যদি না মানি, তাহাকে ত ইহজন্মের মত হাবাইয়াছি, খালিবুকে শুল্লদেহে দয়িত্বের পল্লবে কাহার জন্য পড়িয়া থাকিব? প্রতিবেশীর ইজিত, শত্রুর জুটু, পণিজনের পবিহাস, এতই কি মধুর? দিবসের জ্যোতি এতই কি শীতল? শিমুলে এতই কি সৌভব? বায়শের কণ্ঠে এতই কি মধু? আমি কি রাজার এমনই ভক্ত যে, তাঁহার সেবা কবিতার জন্য পাদদলিত দেহ টানিয়া টানিয়া বহিয়া বেড়াইব? সজ্জনতার এতই কি উচ্ছ্বাস যে, বজ্রাত বৃক্ষের কি ছন্দনা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অন্ধকে সাবধান করিবার জন্য প্রান্তবে দাঁড়াইয়া থাকিব, আর প্রত্যেক বায়ুতরঙ্গ ঝলকে ঝলকে আমার ভয়কণা উড়াইয়া দিগ্দিগন্তে পরিচয় দিবে?

“Man’s happiest lot is not to be :

Most blessed are they, who earliest free.

Descend to death’s eternal sleep.”

মিসর দেশে মর্য্য মানুষকে ‘মমি’ কবিত। ঐযথযোগে জীবন্তের মৃত মর্য্যাইলা রাখিত। তেমনি হাত পা, তেমনি বর্ণ, তেমনি কাকি, তেমনি

বেশ ভূষা । চোখে চাহিত, কিন্তু কাহাবও রূপ প্রতিবিম্বিত হইত না, কাণে শব্দ প্রবেশ করিত, কিন্তু বাজিত না । ঐ এক বকম জীবন-মৃত্যু । কতকগুলি কাপুরুষ মৃত্যু অপেক্ষা একপ জীবন সহজসাধ্য বলিয়া গ্রহণ করে । তাহাদেব নাম সন্ন্যাসী । তাহারা সংসারের ভিতর বসিয়া উচ্চ গবাক্ষ হইতে সংসারের নীলা নিবপেক্ষ ভাবে দৃষ্টি করিতে ভালবাসে । যে সংসারে নিজেবা নিষ্পেষিত হয়, সেই সংসার অত্মদেব দুর্ববস্থা দেখিতে তাহাদেব আনন্দ । সংসারে নিষ্পেষিত সকলকে হইতে চাইবে । মানুষের দুইটাভাব একপথে চলে না । এক জন এদিকে আব এক জন অত্র দিকে লইয়া যায় । ক্রী চাহিলে বন্ধ পাঠাবে না, বন্ধ চাহিলে ক্রী পাইবে না । পুস্তক চাহিলে সমাজ পাইবে না, সমাজ চাহিলে ধর্ম পাইবে না, ধর্ম চাহিলে সংসার পাইবে না । সহস্র সহস্র বৎসর মানুষ ইহাদিগের সামঞ্জস্য করিতে পারিল না । আপথান্য মন কাহাকেও দেওয়া যায় না, হৃদয়ের ভগ্নাংশ লইয়া মানুষ সমুদ্রে ভাসে না । যাহাকে ভালবাসি সে ভালবাসে না, যে ভালবাসে তাহাকে ভালবাসিতে পারি না । যাহাকে ভালবাসি, সে ভাণবাসে না, তাহাতেও ছঃখ, তবে সে কষ্ট তত বেশী নহে । যে ভাল বাসে, তাহাকে যে ভালবাসিতে পারি না, এতদ ছঃখ । মা বউকে দেখিতে পাবে না, বউ মাকে দেখিতে পাবে না, সবাই মনের সমস্তটাচায় ; কিন্তু আমার অতিথি সহস্র জন । সহস্রজনকে প্রত্যাখ্যান করিয়া একজনকে লইয়া ভাসিতে হইলে কোমলতা প্রতিবাদী হয়, সহস্রজনকে ভাগ করিয়া দিতে হইলে নিজেও সুখী হই না, যাহারা পাণ তাহাবাও কেহ সুখী হয় না । তাই বলি সংসারে সকলকেই নিষ্পেষিত হইতে হয়, গাছ পাণব ভিন্ন মানব জীবনের এতদর্শা সকলেই বুঝে । যে অত্মের হৃদশা দেখিতে ভাল বাসে, সে গাছ পাণব অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর । সন্ন্যাসী বাকস । যে বিধবাকে ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন কবাইতে চায়, সে বাকস হইতেও অধম । কর্মফল এড়াইবার একমাত্র উপায় মৃত্যু । যে দাঁড়াইবা কর্মফল সহ কবে, সে বীর, তাহার সাহস বাকসেব সাহস । যে শত্রব মুখে ছাই দিয়া মৃত্যু অবলম্বন করে, সেও বীর, তাহাব সাহস মানুষোচিত । যে সহ্য কবে না, পলাইতেও চায় না, সে বাতুল বা পাথর, হৃদয় শূন্য পণ্ড, গোলামীর জন্ত স্তুত হইয়াছে ; তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া কারিকব যে ছাঁচে ইচ্ছা গড়িতে পাবে । অথবা মূর্খ, চাক্চিক্যে প্রভাবিত হইয়া কাচকে হীরক বলিয়া হৃদয়ে পুরিয়া

ভুলিয়া থাকে । ইহাৰা বলে বিবাহে স্মৃথ, সন্তানে স্মৃথ, কবিতায় স্মৃথ । বৰ্ত্তমানে যাচা আছে, তাহাতেই স্মৃথ অথবা এক আধটু ছাটিয়া লইলে সকলই স্মৃথের মত কবিতা লওয়া যায় । ইহাৰাই মৰিতে ভয় পায । ইহাৰা আন্তিকও নহে, নাস্তিকও নহে । বিশ্বাস কৰে যে, পৰলোকে বিশ্বাস আছে, কিন্তু সেটা তাহাদেব ভয় ।

সংসাৰে অন্ধ হইয়া ঘূৰিতে হয় । কে ঘূৰায় জানি না, কেন ঘূৰি জানি না, আমাৰ স্বাধীনতা বিন্দুমাত্র নাহি । নাকে দড়ি দিয়া ঘূৰায় আব প্ৰহাৰ কৰে । অতীত বিশ্বাসিত-গম্ভীৰে, ভবিষ্যৎ যবনিকাৰ অন্তৰালে । অস্ত্ৰেব আঁতৰাব উৎসৰ্গ কৰিও পুতলি-আবৰ্ত্তে তৃণ হইয়া কে বাঁচিতে চায় ? যেখানে আমাৰ কিছুই নয়, আমি কিছুই নই, ধনবানেব পাবিদ, স্থলতানেব কৃত দাস, সেখানে আমাৰ মৰ্য্যকতা কি ? বাহাৰা বিলাসেব পত্নে শুইয়া নিদ্ৰা যাইতে ভালবাসে, প্ৰত্যেক অপৰিচিত পণিকেব যথেষ্ট পদাঘাতে যাহাদেব অসম্মান হয় না, যাহাদেব মন্ত্ৰিদে বৃদ্ধি নাই, ক্ষদ্যে কচি নাই, মনে তেজ নাই, সে সাৰমেয়গণ দাঙ্গুল নাডিয়া প্ৰভুব দ্বাৰে পডিযা থাকিতে পাৰে । আমাৰ স্বাধীনতা আমাৰ জীবন, যথেষ্টাচাৰ পৰাধীনতা ; যেখানে স্বাধীনতা নাই, সেখানে জীবন নাই । আপন বুদ্ধিতে অকূল সাগৰে বিনা দিগ্‌দৰ্শনে নৌকা চালাইয়া অতলস্পৰ্শে ডুবািলেও স্মৃথ আছে । স্মৃথের জন্তই জীবন । ছাব ধন মান প্ৰাণ সম্পদে, যদি স্মৃথকব না হইয়া তাহাৰা কেবল ভয় ভাবনা যাতনাৰ কাৰণ হয় । ছাব পুত্ৰকলত্ৰপবিজনে, যদি তাহাৰা আমাৰ স্বাধীনতা থৰ্ক কৰে, প্ৰাণ বিষময় কবিতা তুলে ।

জ্ঞানে কি হইবে ? জ্ঞান অপেক্ষা প্ৰাণ বড় । জ্ঞানে দেবতা শুষ্ক, মনুষ্যেব অতীত, প্ৰাণে দেবতা আমাৰ দেবতা । প্ৰাণে দেবতা কবিতা, কাননেব কুসুম, কুসুমের স্ৰবতি, স্ৰবতিৰ ভ্ৰমব । প্ৰাণেব উচ্ছ্বাস জ্ঞানেব গভীৰতা অপেক্ষা অনেক উচ্চ । সত্যও ক্লীব, জ্ঞানও ক্লীব । ঘড়িৰ কল । কেবল “তৎ ।” What best corresponds in man to the life of God ? The passions of man, his richest, fireiest energies. To exalt pure reason at the expense of life is to dwarf and paralyse man and to deaden God down to a meaningless word.”

জ্ঞানে স্মৃথের ছায়া অপহৰণ কৰে, শীতলতা উদ্ভাপিত কৰে, চন্দনকে গৰলময় কৰে, চক্ৰকে সূৰ্য্য কৰে, সলিলভয়ক মৰীচিকায় সঙ্কুচিত কৰে ।

জ্ঞানে প্রাণের অভাব মিটে না, ববং বৃদ্ধি কবে। সংসারের কণ্টক-বনে
জ্ঞান কণ্টকের উগ্রতা তীক্ষ্ণ কবে। জ্ঞান লইয়া সংসারে তৃপ্ত হওয়া
যায় না। মৃত্যুতে জ্ঞান নাই, আলোক নাই, সকলই অন্ধকার। অন্ধ-
কাবেই প্রাণ। মৃত্যু প্রাণের পূর্ণতা। সংসারের সাধাব্য জ্ঞানে নবকঙ্কাল
ও সনাধিমন্দির দেখাইয়া দেয়। মৃত্যুই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন কবে।
মশাল জালিয়া প্রাণের পথ দেখাইয়া দেয়।

আমি মৃত্যুকে বড় ভাল বাসি।

“মরণ——বে,

তুঁহঁ মম গ্রাম সমান।

মেঘ বরণ তুমি, মেঘ জটাজুট,—

বন্ধ কমলকব, বন্ধ অপবপুট,

তাপ-বিমোচন কবণ কোব তব,

মৃত্যু অমৃত কবে দান।

তুঁহঁ মম গ্রাম সমান।

মরণ——বে,

গ্রাম তৌহানই নাম

চিব বিসবল গব নিবদয় মাধব

তুঁহঁ ন ভইবি মোঘ বাম।

আকুল বাধা বিঝ অতি জব জব,

ঝবই নয়ন দউ অন্তক্ষণ ঝব ঝব

তুঁহঁ মম মাধব, তুঁহঁ মম দে নব

তুঁহঁ মম তাপ ঘুচাও,

মরণ তুঁ আওবে আও।

ভুজ পাশে তব লহ সঙ্ঘোধি,

আঁখি পাত মনু আসব মোদয়ি

কোব উপব তুর বোদায় বোদয়ি

নদী ভরব সব দেহ।

তুঁহঁন বিসরবি, তুঁহঁ না ছোড়বি,

রাধা-হৃদয় তুঁ কবহঁ ন তোড়বি,

হিয় হিয় রাখবি অন্তদিন অন্তধন

অতুলন তঁাহাব লেহ ।”

মবিবাব স্বপ্ন অনেক, কষ্ট একটা । যাহাবা আমাকে 'ভালবাসিল না, আন যাহাবা আমাকে 'ভালবাসিল, তাহাদেব সকলকে আমি ভালবাসি । আমি মবিয়া যাঁইলে তাহাদেব যদি কষ্ট হয়, কে তাহাব মোচন করিবে ? আমার নায়েব চোখেব জল কে মুছাইবে ? বুড়া বনসে কান্দালিনীকে কে চাবিটা খাটতে দিবে ? আমার শিশু সন্তান গুলি—তাহাবাও অনাথ হইবে, সংসার আনিয়া তাহাদিগকে অত্যা পাথাবে ভাসাইব ? তাহাবা লোকব দ্বাবে দ্বাবে ভিক্ষা কবিবে, শত্রু আনন্দেব কারণ হইবে ? নাচ-জনেব অঙ্গুলীব লক্ষ্য হইবে ? মিডিয়া মিডিয়া—কে বলে তুমি বান্ধসী ? বান্ধস সে, যে তোমাকে বাধ্য কবিয়াছিল, অহস্তে সন্তানেব বক্ষে ছুবিকা আঘাত কবিত্তে । তোমাব স্নেহ কখন স্তব্ধমাব ।

মৃত্যু বষ্ট এইটা । পথান্তে লাভ সহস্র । অঁাবাব তাহাবা যখন বলে যে, 'আমাব সাহাবা তাহাবা অপেক্ষা কবে না, আমি মবিলে তাহাদেব কষ্ট হইবে না বলিয়া ভবসা দেয়, তখন সে বাধ্যও থাকে না । মবিবাব জন্তই আমবা জন্মিয়াছি, লাভ লোকসান হিসাব কবিয়া ফল নাই । মবিতেইত হইবে—হুদিন অগ্রে বা পশ্চাতে । দেবতাব সংসাব চক্র চণিবে না, যদি মাছি হইয়া আমবা তাহাব তলে নিষ্পেষিত হইয়া চক্রেব তৈল সঞ্চাবণ না কবি । আমাদিগকে সৃষ্টি কবিবাব অভিপ্রায় এই মাত্র । জানীব কার্য অজ্ঞানেব মত, দয়ালেব কর্ম নিন্দ্যেব মত, কে বিশ্বাস কবিবে ? মনুষ্য-সৃষ্টি জগতেব জন্ত, জগতেব সৃষ্টি মনুষ্যেব জন্ত নহে । অতিথি আত্মীয় প্রতিপালনেব জন্ত লোক ছাগল কুক্কট পুখিয়া থাকে । আমবা দেবতাব গোষা পশু । আমাব মৃত দেহেব উপর দাঁড়াইয়া আছে বড় লোক হইবে । মানুষেব চৰ্কিতে সংসাব-চক্রেব গতিশীলতা সম্পাদিত হয় । যখন চক্রতলে নিষ্পেষিত হইতেই হইবে, তবে ক্ষতিব সহিত অবমান সহ্য কবিব কেন ? মৃত্যুতেও অবমান স্বীকার কবিত্তে নাই । ছাগলেব মত ধবিয়া হাড়ীকাটে কেলিয়া কাটিবে কেন, স্বইচ্ছায় জগন্নাথেব বথচক্রেব নীচে প্রাণ আহুতি দিলে জন্মান্তরে এ যন্ত্রণা ভোগ কবিত্তে হইবে না ।

বাক্সিৰ নীৰব অন্ধকাৰেৰ মধ্যে সহসা জাগ্ৰত হইলে প্ৰাণেৰ ভিতৰ হইতে সৃষ্টি-পূৰ্ণ সবসতাব সজীবতাব আভা আসে, অচাৰিক মৃত্যুৰ ভৰ্গন্ধ স্পষ্ট টেব পাওয়া যায়। জঘন্না কীট পতঙ্গ মনুষ্যৰ মৃত দেহ ভক্ষণ কৰিতেছে, মৃত শবীৰে কেহ হা হু কৰিতেছে, কেহ লাক টাকাব আনন্দে পিশাচেৰ মত হাস্য কৰিতেছে। পেটেৰ ভিতৰ নবক পচিতেছে, মুখ দিয়া তাহাৰ ভৰ্গন্ধ বাহিৰ হইতেছে। মনেৰ বন্ধনী কাটিয়া গিয়াছে, এক একটা প্ৰবৃত্তি অন্ধকাৰে চোৰেৰ মত ইহাইণ্ডিয়াকোম্পানিৰ বাষ্টবদিগেৰ মত আপন আপন কাব্যসিদ্ধ কৰিতে তত্পৰ হইয়াছে। এমনি নিশীথে মহাপ্ৰভু সিদ্ধাৰ্থ সন্মাস গ্ৰহণ কৰিয়াছিল। এ মোহ কাটিয়া মনুষ্যকে মনুষ্য দিতে সন্মৰ্থ একা মৃত্যু। একটা সৰল প্ৰাণ শিশু কাদিতেছে, স-সাব যত কসিয়া বাধিতাছে, তাহাৰ কোমল অঙ্গ ব্যথা ঘাগিতেছে, সে মায়েৰ কথা স্মৰণ কৰিয়া কাদিতাছে, মানেৰ কোণে ঘাইতে চাই-তেছে। কোন্ শাস্ত্ৰ এখানে আসিবান ভাবিতেছে আৰ বগিতেছে—

“কেন এ সংসাৰে, পাঠালে আমাৰে, তুমিই জান তা’ প্ৰভুগো।”

আবাব প্ৰভাতি হইবে, একটা মশা একটা ছাবপোকাৰ অনুসৰণে মনুষ্য দাবিত হইবে। আবাব বাবদাদানী আবন্ত হইবে। সবাই দোকানেৰ পাটা সাজাইবে। যে জিনিষপত্ৰগুলা বাক্সি বেলা এক কোণে লুকান ছিল, সে গুলাকে ভাল কৰিয়া সাজাইয়া লোকেৰ মন ভুলাইবাব চেষ্টা হইবে। প্ৰতাৰণাব ব্যবসা, সবাই সবাইকে ঠকাইতে চেষ্টা কৰিবে ও সবাই ঠকিবে। কাহাবও আসনটা কেহ পুজিয়া পাইব না। নূতন সাজ সজ্জায় তুমি তোমাকেই চিনিতে পাবিবে না। একটু উচাল যায়গায় দাঁড়াইলেই মনুষ্যছেৰ গুণ্যতা বঝাযায়। আৰ প্ৰাচীন প্ৰমিণ্ডসেব সহিত কাতৰ স্বৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিতে হয় “Burn me with fire, or bury me in erth, or give me for food to the monsters of the deep ; and grudge me not these prayers, o king.”

শ্ৰীক্ষীৰোদ্ভক্ত বাৰ চৌধুৰী ।

“কে তুমি আমার ?”

(১)

“কে তুমি আমার ?”—হৃদয়েব বাণী,
নয়নেব মণি, জীবনেব সখী,
নিবাসাব আশা, হৃদয়েব ভাষা,
এ মৃত পবাণে তুমি মৃত-সঞ্জীবনী ।

(২)

প্রভাত জীবনে অকণ্ঠ কিবণ,
শ্রবণ-বজ্রন, নয়ন অঞ্জলি,
কৃপণেব ধন,— কর্ণেব ভ্রমণ,
তোমা'ব ককণ' পবে জীবন মরণ ।

(৩)

জীবন-মবতে তুমি “ওয়েসিস্”,
তোমা'ব প্রেমেব শীতল ছায়ায়
ক্ষণেকে তাপিত হৃদয় যুডায়,
তোমা' হাবা হলে দেখি শূন্য দশদিশ্ ।

(৪)

হৃদয়-আকাশে শাবদ পূর্ণিমা,
জীবন-বসন্তে মলয় পবন,
দগধ পবাণে চন্দনালেপন—
হৃদয় উপবে, সখি, ধবি যবে তোমা !

(৫)

বোগেব ঔষধ—শান্তিব আধাব,
জাগ্রতে জীবন, শয়নে স্বপন,
সংসার-সাগবে বিষাদ-তুফানে
জীবন-তবীব মম তুমি কর্ণধাব ।

(৬)

মধুব মধুব অতি স্নমধুব
পীয়ুষ-পুপিত তব প্রিয় নাম
লইত লইতে চাহিতে চাহিতে
ভাবে মন প্রাণ, সখি, হব ভবপূব ।

(৭)

একদিন—
আলু-থালু-বেশে মাথা বাখি বুকে,
সুখামাখা হাসি হেসে হাসিমুখে,—
আশা সঞ্চাবিষে নিবাস জীবনে,
তাড়িত-প্রবাহ নয়নেব কোণে
ছুটায়ে, সলাজে সুখাইয়াছিলে—
“কে তুমি আমার,—আমি কে তোমার ?”
“হৃদয়েব বাণী”—তুমি গো আমার ।
আমি কে তোমার ?—আমিত জানিনে !

ঐনিরানন্দ গোস্বামী ।

বিবেক বা হিতাহিত জ্ঞান ।

(পূর্বানুভূতি)

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, অসং কল্প কবিলেও যে পাপীষ মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় না, তাহাব কাবল অহ্যাস । অভ্যাস বশতঃ বিবেক মলিন হইয়া যাব, স্মৃতবাং অসং কাব্য কাবলোও আব বিবেক বিকল্প বলিয়া মনে হয় না । প্রথমতঃ বিবেকবিকল্প কাব্য কবিলে নিশ্চয়ই আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, কিন্তু বিবেককে একবার পদদলিত কবিলে তাহাব উজ্জলতা নষ্ট হইয়া যাব এবং পুন, পুনঃ এইকপে বিবেককে পদদলিত কবিলে বিবেক এতদূৰ্বে বক্রত হয় যে, আব ইহা মানবকে সংপথে বাধিত অক্ষম হইয়া পড়ে । দুইটা ব্যক্তি দ্বাবা এই আপত্তি পণ্ডিত হইতে পারে । প্রথমতঃ একটী উদাহরণ দেওয়া যাউক । মনে কব ছটি লোক তাহাদেব জীবনে সৰ্ব্ব প্রথম বিবেকবিকল্প অর্থাৎ অসং জানিয়াও কোন কার্যেব অনুষ্ঠান কবিল । উভয় ব্যক্তিই মনে অবশ্যই আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল । ইহা অবশ্য কেহই অস্বীকার কবিলেন না যে, আত্মগ্লানি আত্মপীড়ক এবং যাহা কিছু আত্মপীড়ক তাহা হইতে দবে থাকিবাব ইচ্ছাও মানবেব পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক । স্মৃতবাং আত্মগ্লানিব অবশ্যস্তাবী ফল ভবিষ্যতে সেক্ষপ কার্য্য হইতে বিবত থাকিবাব ইচ্ছা । যাহাব আত্মগ্লানি যত অধিক, তাহার এই ইচ্ছাও তত বলবতী অথবা যাহাব এই ইচ্ছা যত বলবতী, তাহার আত্মগ্লানিও তত অধিক হইয়াছে, ইহাও অনুমানসিদ্ধ । সমান শক্তিব কার্য্যও সমান । এখন এই দুই ব্যক্তিব মধ্যে একজন আত্মগ্লানিব ভয় না কবিশাও পুনৰাব তজ্জপ কার্য্যেব অনুষ্ঠান কবিল । অপব সেক্ষপ কার্য্য হইতে বিবত বহিল । ইহাব অল্প অর্থ যে, এই দুই ব্যক্তিব সমান পরিমাণে আত্মগ্লানি হয় নাই—যাহার আত্মগ্লানি অধিক হইয়াছিল সে সে-কার্য্য হইতে বিরত হইল, কিন্তু যাহাব আত্মগ্লানি বেশী তীব্র হয় নাই, সে পুনরায় সে-কার্য্যেব অনুষ্ঠান করিল । কার্য্য কাবণের অবিচ্ছিন্নতা এবং শক্তিব পরিমাণও কার্য্যেব পরিমাণের মাধ্য অবশ্যস্তাবী ও চিরসম্বন্ধ স্বীকার করিলে, এই মীমাংসা স্বীকার করিতেই হইবে ।

যাহাব আত্মগ্ৰাণি যত অধিক, সে তত অধিক বিবেকবিকল্প কার্য্য কবিয়াছে অর্থাৎ সে তত অধিক পাপী । অর্থাৎ যে ব্যক্তি অসং কার্য্যেব অনুষ্ঠান কবিয়া আত্মগ্ৰাণিব কষাঘাতে ভবিষ্যতে সেকপ কার্য্য হইতে বিবত হইল, সে অপব ব্যক্তি (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আত্মগ্ৰাণিকে উপেক্ষা কবিয়া পুনরাঙ্গ অসং কার্য্যেব অনুষ্ঠান কবিল) অপেক্ষা অধিকতব পাপী । এখানেও সেই যুক্তি-বিপর্য্যয় । এই প্রথম বিবেকবিকল্প কার্য্যকালে উভয়েবই বিবেক তুল্যকপ উজ্জল ছিল, না হয় তুল্যকপ উজ্জল ছিল না । যদি উভয়েবই বিবেক তুল্যকপ উজ্জল থাকে, তবে উভয়েবই আত্মগ্ৰাণি সমান হইবে অর্থাৎ ভবিষ্যতে সেকপ কার্য্য হইতে বিবত থাকিবাব বাসনা তুল্য কপ প্রবল হইবে । স্তবঃ এক অবস্থায় উভয়েব কার্য্যও এক প্রকাব হইবে । এখন ছই ব্যক্তিব স্থানে কোন বিশেষ অসং কার্য্যেব অসাধতা অনুষ্ঠাতাগণেব সকলকে গ্রহণ কবিলে এই মন্তেব (absurdity) আবও স্পষ্ট হইবে । অত্র লক্ষ (অর্থাৎ যদি তাহাদেব বিবেক তুল্যকপ উজ্জল না হয়) গ্রহণ কবিলে আমাদিগকে স্বীকাব কবিতে হইবে যে, তাহাদেব এই বিবেকেব উজ্জল্যবৈষম্য তাহাদেব এই জীবনেব কোন কার্য্যেব ফলাফল নহে, তাহাবা এই বৈষম্য লইয়াই জন্মগ্রহণ কবিয়াছে অর্থাৎ হয় ইহা তাহাদেব পূর্ব পূর্বসংগণেব কন্মেব ফলাফল, না হয় তাহাব নিজেবই জন্মান্তবীয় কন্মফল ।

অপর যুক্তিটী এইকপ । এই শ্রেণীব বিবেকবাদিগণ যাহাকে বিবেক বলেন, অভ্যাসবশতঃ তাহাব মালিঙ্গ সম্ভবপব কি না । কোন বিশেষ কার্য্যেব সদসদন্ত বিচাব বিবেকেব কার্য্য নহে, তাহা বুদ্ধিবই কার্য্য । বুদ্ধিকৃত বিচাবেব উপব দাঁড়াইয়া অসংত্যাগ কবিয়া সংকে কার্য্যে পবিণত কবা বা না করা বিবেকেব কার্য্য । অভ্যাস বশতঃ এ বিবেকেব মালিঙ্গ সম্ভবপব নহে, সদসদ বিচাব মলিন হইতে পারে বটে । অভ্যাস বশতঃ সংকার্য্যকে আব সং বলিয়া বোধ হয় না, অসং কার্য্যকে আর অসং বলিয়া বিবেচনা হয় না ; কিন্তু ইহা বুদ্ধিব বিচাব, বিবেকেব আদেশ নহে । এই যুক্তিটী একটু অমুধাবন কবিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, এই বিবেকবাদীদের বিবেকেব একটি কাল্পনিক অস্তিত্ব ভিন্ন প্রকৃত অস্তিত্ব নাই । বিবেক বুদ্ধিবই ছায়া । বিবেক ও বুদ্ধিব বস্তগত একত্ব আমবা ক্রমশ আলোচনা করিব ।

বিবর্তনবাদীদের মতে বিবেক একটি অর্জিত সংস্কার। তবে এই সংস্কারটি কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষা বা বহুজ্ঞাবফল নহে। বহু যুগ যুগান্তের বহুজ্ঞাতাব (experience) ফল পুরুষ-পবম্পবা ক্রমে সমাগত হইয়া (Organic) প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে, একটি স্বতন্ত্র সংস্কার রূপে পবিণত হইয়াছে। সংস্কারের উৎপত্তি কি রূপে হয়, একবার দেখা যাউক। একটি কার্য্য একবার কবিলে পুনবাব সে কার্য্য কবা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আইসে, একথা সকলেই স্বীকার কবেন এবং কোনও কার্য্য পুনঃ পুনঃ অল্পষ্ঠান কবিলে পুনবাব সে রূপ কার্য্য কবিবার জন্ত মন স্বতঃই উদ্রুখ হইয়া পড়ে। বহুদিন কোন কার্য্যে অভ্যস্ত হইলে ক্রমে সে অভ্যাস সংস্কার রূপে পবিণত হয় অর্থাৎ তখন সে কার্য্য কবা অনেক পবিমাণে বিচার নিবপেক্ষ হইয়া পড়ে ও তাহা না কবিত পাবিলে কষ্ট হইয়া থাকে। বহুকালের অভ্যাসে যখন এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন বুদ্ধি এই সংস্কারানুযায়ী কাব্যাকে অসৎ বা অমঙ্গলজনক বলিয়া স্থির কবিলেও সংস্কার বা অভ্যাস বিকল্পকার্য্য কবা অত্যন্ত অসাধ্য, কষ্ট-দায়ক হইয়া থাকে ও অনেক স্থলে এ বোগ বলিয়াই বোধ হয়। অভ্যাস বা সংস্কারের এই অনমনীয়তা বড়ো দর্শনের ফল *Habit is second nature* প্রবাদে পবিণত হইয়াছে। সংস্কার ও বুদ্ধির বিচার যখন বিপবীত-মুখী হইয়া দাঁড়ায়, তখনই তাহাবা প্রগুত্তি ও নিবৃত্তি রূপে মানবাস্তবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যখন সংস্কারে ও বুদ্ধির বিচারে কোন বিবোধ না ঘটে, তখন সে সংস্কার নৈতিক সংস্কার বলিয়া পবিগণিত হয় ও তখন সেরূপ লোকের পক্ষে সেই পুণ্য স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। এইরূপ কার্য্যগত সংস্কারের আধাব মন, এবং মনের আধাব শবীবও তাহাব ফলভাগী। কোন কার্য্য দ্বাবা যেমন মনের সংস্কার পবিবর্ত্তিত ও গত্তিত হইতে থাকে, তেমনই শবীবের গঠনও অল্পরূপ হইয়া যায়। যেমন মান-সিক কর্মেয় ফল শবীব ভোগ কবিয়া থাকে, তেমনই শবীবের কর্মেয় ফলও মন ভোগ কবিয়া থাকে। কার্য্যগত সংস্কারের আধাব দুইটি; শবীব ও মন। এই সংস্কারাধাব শবীব হইতে উৎপন্ন শবীবও তাহার সেই সংস্কারভাগী হইবে, ইহা *apriori* যুক্তিসিদ্ধ এবং সম্ভান যে পিতা-মাতার সংস্কারের উত্তরাধিকারী 'হইয়া থাকে ইহাও *a posteriori* অভিজ্ঞতা নিতাই প্রমাণিত কবিতেছে। কোনও ব্যক্তি যে কেবল তাহার

স্বকৃত কৰ্ম্মেৰ ফলভাগী তাহা নহে, তাহাকে পূৰ্ণ পুৰুষগণেৰ কৰ্ম্মেৰ
ফলভোগ বৰিতে হইতেছে। এইৰূপে দেখা যায় যে, প্ৰত্যেক ব্যক্তিই
জন্মকালে কতকগুলি সংস্কাৰ লইয়া সংসাৰে প্ৰবেশ কৰে। এবং এই
জন্মকালীন সংস্কাৰ দ্বাৰা তাহাদেৰ ভাবী জীৱনেৰ সমস্ত কাৰ্য্য বহল
পৰিমাণে নিয়মিত হইয়া থাকে। জন্মকালীন এই সংস্কাৰগত বৈষম্য
স্বীকাৰ কৰিলে মানবেৰ চৰিত্ৰ ও কাব্য-বৈচিত্ৰ্যেৰ জটিলতা অনেক পৰি-
মাণে সৰল হইয়া যাইবে।

সংস্কাৰ যে কেবল কাব্য-জনিত তাহা নহে, চিন্তা জনিতও বটে।
কোন কাব্য পুনঃ পুনঃ কৰিলে যেমন সে কাব্য কবিবাব জন্ত একট
সংস্কাৰ জন্মে, সেইৰূপ কোন চিন্তা পুনঃ পুনঃ কৰিলে তাহাবও একট
সংস্কাৰ জন্মিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি বিচাৰ কৰিয়া কোন একট বিশেষ
কাৰ্য্যকে সং বা অসং বলিয়া স্থিৰ কৰিল, পুনৰ্দ্ধাৰ বিচাৰেও যদি সে
সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তবে তাহাৰ পান্দৰ বিচাৰ দৃঢ়তৰ হইল।
এইৰূপে পুন পুনঃ বিচাৰেও যদি সেই একই সিদ্ধান্ত হয় এবং বহুকাল
ব্যাপিয়া যদি এইৰূপ বিচাৰ হইতে থাকে, তবে তাহা ক্ৰমে সংস্কাৰ ৰূপে
পৰিণত হইয়া যায়। * যখন এইৰূপ চিন্তাজনিত কোন সংস্কাৰ কাৰ্য্যজনিত
কোন সংস্কাৰেৰ প্ৰতিবৃদ্ধগামী হয়, তখন প্ৰথমোক্ত নিবৃত্তিকৰূপে ও শেষো-
ক্তট প্ৰবৃত্তিকৰূপে প্ৰকাশ পায়। প্ৰথম প্ৰস্তাবে জ্ঞানৰূত বিচাৰকেই
নিবৃত্তিৰ কাৰণ ৰূপে বৰ্ণনা কৰিয়াছি, কিন্তু সকল সময় নিবৃত্তি বিচাৰৰূপে
প্ৰকাশিত হয় না—সংস্কাৰৰূপে প্ৰকাশ পায়। এই বৃত্তি পূৰ্ণোক্ত যুক্তিকে
পূৰ্ণাঙ্গ কৰিতেছে। চিন্তাজনিত সংস্কাৰ ও জ্ঞানৰূত চিন্তা উভয়ে মিলিয়া
সম্পূৰ্ণৰূপে নিবৃত্তিৰ মূল নিৰ্দেশ কৰিতেছে। যেমন কাৰ্য্যজনিত সংস্কাৰ দেখ
আশ্ৰয় কৰিয়া পিতা মাতা হইতে সন্তানে সমাগত হয়, তদ্রূপ চিন্তাজনিত
সংস্কাৰও বক্তেৰ সহিত সন্তানে বৰ্দ্ধিত পাবে, কিন্তু চিন্তাজনিত সংস্কাৰ
এত ক্ষুদ্ৰ ও ইহাব সহিত দেহেৰ সম্বন্ধ এত দূৰসমাগত (Farfetched)
যে, এই সিদ্ধান্তেৰ উপৰ আমবা বিশেষ আস্থা স্থাপন কৰিতে পাৰি না।

* তখন এই সদস্য বিচাৰ একপ্ৰকাৰ বিচাৰ নিৰপেক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। তখন সৰূপ কাৰ্য্যকে
স্বতঃই সং বা অসং বলিয়া বোধ হয়, বিচাৰ বিৱহিত Intuitive knowledge ৰূপ প্ৰাপ্তি
ইহাৰ কাৰণ ৰূপে নিৰ্দ্ধিষ্ট হয়।

এই চিন্তাজনিত সংস্কারের মূল অন্তত প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না, আমরা পরে দেখিব ।

সংস্কারের উৎপত্তির নিয়ম আমি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা কবিয়াছি, কিন্তু কতকগুলি সংস্কারকে সং, কতকগুলিকে অসং বলিবা স্থির কবিবার কাবণ কি, তাহাদের উৎপত্তি কি রূপে হইল দেখা যাউক ।

যদি মানুষকে কখনও অপব কোন মনুষ্যের সংস্পর্শে আসিতে না হইত, যদি মানুষকে এমন কোন কাণ্ড বা চিন্তা কবিত্তে না হইত যাহাতে অল্প কোন ব্যক্তি সংস্পৃষ্ট, তাহা হইলে নীতি কথাটি বোধ হয় কখনই জ্ঞাত হইত না, সদসদ জ্ঞান কখনই মানবপ্রাণে উদ্ভিত হইত না । সমাজের সহিতই নীতির উৎপত্তি, সমাজের সহিতই ইহার বিনাশ । স্মৃতবাং নীতির উৎপত্তি জ্ঞান বিবেকের মূল অন্বেষণ করিতে হইলে আমাদেরকে সমাজের মূলে যাইতে হইবে । যেখানে মানবের সহিত মানবের ব্যবহার, সেখানেই ভালমন্দ বিচার আসিয়া উপস্থিত হইল । মানব স্বীয় স্বাভাবিক বৃত্তি সমূহের পরিচালনের জন্তই কাণ্ড কবে । একজন স্বীয় বৃত্তি পরিচালন কবিত্তে গিয়া যদি অপবের বৃত্তি পরিচালনের ব্যাঘাত উৎপাদন কবে, তবেই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল । এই সংঘর্ষের অপব নাম বিবাদ, বিসম্বাদ, দন্দ । যদি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া মানবের বৃত্তি পরিচালনের অধিকতর সুবিধা না হইত, তাহাহইলে মানবের পরস্পরের মধ্যে সমবশ্রোত অবস্থান অবিশ্রাম গতিতেই প্রবাহিত থাকিত, সমাজের অস্তিত্ব অসম্ভব হইত । যখন মানব অভিজ্ঞতা দ্বারা স্বীয় শক্তির সীমা দেখিতে পাইল, যখন বুঝিতে পারিল যে কোন কাম্য বস্তু লাভের পক্ষে নিজের শক্তি বথেষ্ট নহে, আবও শক্তির প্রয়োজন, তখন সাধারণ স্বার্থ সাধনের জন্ত মনুষ্য পরস্পরের সহিত মিলিত হইল । ইহাকেই বলে সমাজ । পরস্পরের সাহায্যে স্বার্থসাধিত হইলে পর তাহাদের মধ্যেই সেই কাম্য বস্তু বিভাগের সমস্ব বিবাদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । সকলেই স্বীয় স্বীয় বৃত্তি পরিচালনের জন্তই ব্যস্ত—অপবের দিকে দৃষ্টি নাই, স্মৃতবাং তাহাদের মধ্যে স্বার্থ সংঘর্ষ উপস্থিত হইবারই কথা । ছুই একবার একপ বিবাদ হইলে মানব দেখিতে পাইল যে, পুনরায় সাধারণ স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত একপ ভাবে মিলিত হওয়া ছকব হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—বুঝিতে পারিল যে স্বার্থের পূর্ণ সিদ্ধির আশা কবিত্তে গিয়া মূলেই গোল বাধিয়াছে ।

তখন অভিজ্ঞতাব্য কষাঘাতে মানব বুদ্ধিতে পারিল যে, স্বার্থ সিদ্ধিৰ জন্ত স্বার্থেব কথকিঃ সঙ্কোচন আবশ্যক, অপবেব বৃত্তি পবিচালনে ব্যাঘাত কবিলে নিজেব স্বার্থেবই ব্যাঘাত হইবে। এই সময় মানব স্বীয় স্বার্থ বঙ্গাব জন্ত অপবেব স্বার্থেব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিল, ইহাতেই তাহাদেব মধ্যে একটি নীতিব সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, জ্ঞায়েব বাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। মানবেব অতি আদিম অবস্থায় আহাবেব জন্ত পত্ন হননাদিও হিংস্র জন্ত হইতে আত্মবক্ষাব জন্তই বোধহয় একপ মিলন আবশ্যক হইয়াছিল। ক্ৰমে যত মানুষ যত অধিক উদ্দেশ্যে মিলিত হইতে আবন্ত কবিল, ততই তাহাদেব পবম্পবেব মধ্যে সম্বন্ধও নানাবিধ হইতে লাগিল। এই স্বার্থেব সম্বন্ধেব বিস্তৃতিব সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেব মধ্যে নৈতিক সম্বন্ধও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। * নীতিব মূল স্বার্থ স্থাপিত হইলেও স্বার্থেই ইহাব পবিণতি নহে। বং স্বার্থ নাশই উচ্চ নীতিব আদেশ। এখন নীতিব মূল-স্বার্থ—কিকপে ইহাব পবিণতিতে অর্থাৎ স্বার্থনাশে পবিণত হইল দেখাইতে পাবিলে, বিবর্তনবাদীব কাধ্য শেষ হয়। নীতিব মূল ক্ষতিলাভ গণনায, কিন্তু ক্ষতিলাভ গণনা, ভালমন্দ বিচাব চিবকাল বিচাবকপে থাকিতে পাবে না। পুনঃ পুনঃ কোনও এক প্রকাব চিন্তা ও তদন্তব্যবী কার্য কবাতো তাহা ক্ৰমে সংস্কাৰে পবিণত হয়। যখন একবাব সংস্কাৰে পবিণত হয়, তখন তাহা আব বিচাব প্রস্তুত বলিয়া বোধ হয় না, তাহার মূল অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন ইহা Instinct কপেই ব্যক্ত হয়। কাল সহকাৰে এই নৈতিক সংস্কাৰ এত দৃঢ়বদ্ধ হইতে পাবে যে, একপ সংস্কাৰ-সম্পন্ন লোকেব পক্ষে স্বার্থ ত্যাগ কবা, এমন কি জীবন পর্যন্ত পবিত্যাগ করাও একপ সংস্কাৰ বিকল্প কার্য কবা অপেক্ষা সহজ।

নীতিব এই চবিত্রগত পবিবর্তনেব অপব একটি কাবণ সহানুভূতি। আমবা যখন যাহা কিছু প্রত্যক্ষ কবি, আমরা যখন যে কোন বিষয়ে চিন্তা কবি, আমবা অন্ততঃ তখন কতক পরিমাণে তাহাই হইয়া যাই, ইহা একটি স্বাভাবিক নিয়ম। আমবা যাহাব সহিত একান্তভাবেপন্ন হইতে

* একটি পুস্ত্র গ্রন্থেব মধ্যে একপ বহু বিস্তৃত বিষয়েব আলোচনা অসম্ভব। আমাকে স্থানান্তাবে অতি সংক্ষেপে ইহাব কেবলমাত্র উল্লেখ কৰিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইল। যাঁহাদেব আবশ্যক হইবে তাঁহারা সমাজ বিবর্তন সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ (যেমন Herbert Spencer on sociology) পাঠ কৰিলেই সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

না পারি, তাহা কখনও আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পাবে না। সহানুভূতি এই সাধারণ নিয়মের একটি শাখা। আমরা যখন যে মানুষের সংসর্গে আসি, সহানুভূতি প্রভাবে আমরা তখন তাহার সহিত একান্ত ভাবাপন্ন হইয়া যাই—তাহার সুখ দুঃখ আমাদের সুখ দুঃখ হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহার দুঃখ বিমোচন, সুখ বন্ধন নিজের দুঃখ বিমোচন ও সুখ বন্ধনের আকার ধারণ কবে। পবিচালন দ্বারা ক্রমে এই বৃত্তির উজ্জলতা এতদূর বৃদ্ধি পায় ও ইহা এত বেগবতী হয় যে, কাহার ইহাব প্রতিকূলগামী অন্তঃস্থ বৃত্তিগুলি একেবারেই সঙ্কুচিত হইয়া যায়। অন্তঃস্থ সংস্কারের দ্বারা এই সংস্কারগুলিও পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে সমাগত হইয়া Moral Instinct হইয়া যায়।

আধুনিক বিবর্তনবাদীদের কথা বলিতে যাইবা আমাদের ভাবতীয় আধ্য-ঋষিদের কথা স্মরণ হয়। আধুনিক বিবর্তনবাদীরা যেকপে দর্শন ও বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বিবেক ও নীতির উৎপত্তি ও পবিণাম নির্ণয় কবিয়াছেন, আধ্য-ঋষিদের নিকট তাহা অবিদিত ছিল না। কর্মফল কিরূপে সংস্কারে পতিত হইয়া মানব প্রকৃতিকে পবিবর্তিত কবিয়া ফেলে, কর্ম কিরূপে মানবকে উন্নতি বা অবনতির সোপানে আকৃত কবিয়া কাহাকে বা ধার্মিক, কাহাকেও বা অধার্মিক কবিয়া তুলে, তাহা তাঁহারা ই বিশিষ্টরূপে অবগত ছিলেন। আমি এপর্যন্ত বিবর্তনবাদীদের কর্মফল ও সংস্কারবাদ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি, ভাবতীয় আধ্য-ঋষিদের দ্বারা সেই মতই বিবৃত হইয়াছে। আধুনিক বিবর্তনবাদীদের সহিত তাঁহাদের প্রভেদ জন্মান্তরবাদ লইয়া। বিবর্তনবাদ দেহকেই সংস্কারের আধার বলিয়া স্থির কবেন। এক দেহে সঞ্চিত সংস্কার তদুৎপন্ন দেহ পরম্পরায় সংক্রামিত ও সঞ্চিত হইতে থাকে, ক্রমে বহুযুগান্তের সংস্কার বাজি পুরুষ পরম্পরায় সমাগত হইয়া বর্তমান মানবকে গঠিত কবিয়াছে। ইহাদের অনেকেই মানবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস কবেন না, সুতরাং মানবের যাবতীয় সংস্কারের একমাত্র আধার দেহ। যাহারা বা মানবাত্মায় বিশ্বাস করেন, তাঁহারাও জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করেন না। সুতরাং তাঁহাদের মতেও দেহই একমাত্র সংস্কারের আধার। ইহারা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। ইহাদিগকে হয় জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতে হইবে, না হয় মানবাত্মাকে দেহজ বলিয়া জড়বাদী হইতে হইবে। মনুষ্য যে

সমস্ত সংসার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাব অধিকাংশই মানসিক অর্থাৎ সে সমস্তই মানবাত্মার সংস্কার। সংস্কারবিবজ্জিত মানবাত্মা আমাদের নিকট গুণ বিবজ্জিত বস্তুর জায় একটি গ-পুষ্প ভিন্ন আর কিছুই নহে। সংস্কারবিবজ্জিত মানবাত্মায় পিতৃমাতৃদেহস্থিত সংস্কার রাজি সংক্রামিত হইয়া শিশুর দেহ মন গঠন করিয়াছে বলা অপেক্ষা মানবাত্মা পিতৃমাতৃ দেহজ বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। আমরা এই সকল সদসদ্ গুণ পিতৃমাতৃদেহজ বলা আর আমি জড় বলা একই কথা। জন্মান্তরবাদী হিন্দু জীবের স্বপ্ন দেখকে (অর্থাৎ যে মানাময় দেহ স্থল দেহের বিনাশের পরও বিদ্যমান থাকিবে) সংস্কারের প্রধান আধার বলিয়া স্বীকার করেন। পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার ঘাইঘাই মানবাত্মা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। ইহাও স্থল দেখকেও সংস্কার বিবজ্জিত মনে করেন না—পিতামাতার দেহস্থিত সংস্কার সম্ভবদেহে সংক্রামিত হয়। সুতরাং আধুনিক বিবর্তনবাদীদের সহিত ইহাদের কোনও বিবাদ নাই। একটি আপত্তি উঠিতে পারে—যদি জন্মান্তরীয় সংস্কার লইয়াই জীব জন্মগ্রহণ করে, তবে পিতামাতার মানসিক অবস্থার সহিত সম্ভাব্য মানসিক অবস্থার এত সৌসাদৃশ্য দৃষ্টি হয় কেন? এ আপত্তি নিবাসন করা নিতান্তই সহজ। যে মোহিনী-শক্তি প্রভাবে (natural affinity) সমভাবাপন্ন লোক দেশ দেশান্তর হইতেও আসিয়া এক কেন্দ্রভূত দলে মিশিয়া বদ্ধ স্বর্জ বদ্ধ হয়, সেই স্বাভাবিক নিয়মে জীবাত্মাও আত্মাত্মকপক্ষে একে অবলম্বন করিয়া স্থল দেহ গ্রহণ করে। মন যেমন দেহের উপর কার্য্য করে, দেহও তেমনি মনের উপর কার্য্য করে। জীবাত্মার পূর্বারজ্জিত সংস্কারও পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত সংস্কার উভয়ে মিশিয়া একটু নূতন করিয়া জীবকে গঠিত করে।

আমি ইতি পূর্বে কাম্য ও ভালকে একই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। আমাদের সকল কার্য্যের মূলে হয় সুখাশেষণ, না হয় দুঃখ পবিত্রাব। মূলে একই সুখদুঃখ বিচার থাকিলেও পবে সেরূপ থাকে না। যখন সংস্কার একবার গঠিত হয়, তখন মানুষ সেই সংস্কারের বশবর্তী হইয়াই কার্য্য করে—সংস্কারানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিলে সুখ—তদ্বিপৰীত হইলে দুঃখ অবশ্যজ্ঞাবী। সাধারণ হিতবাদের (Utilitarianism) সহিত এখানেই ইহাব প্রভেদ। হিতবাদ সুখদুঃখ গণনাকেই সকল কার্য্যের নিয়ন্তা বলিয়া নির্ণয় করে—সকল কার্য্যেই সুখই হিতবাদের লক্ষ্য। কিন্তু

সংস্কারবাদীবা বৃত্তিৰ পৰিচালনাই সকল কাৰ্য্যেৰ মুখ্য কাৰণ বলিযা স্থিৰ কৰেন—বৃত্তি পৰিচালনেৰ চিবসঙ্গী স্মৃতি। ইহাঁবা স্মৃথকে লক্ষ্যস্থানে বাগা দ্বেৰ থাক্ স্মৃথকে লক্ষ্যেৰ বহিৰ্ভূত বাগাই স্মৃথলাভেৰ সৰ্ব্বপ্ৰধান উপায় বলিয়া মনে কৰেন। স্মৃথ এমন কোমল পদাৰ্থ যাহাঁব দিকে দৃষ্টি কৰিলে আৰ দেখা বায় না কিন্তু বাহাঁকে মন হইতে দ্বেৰ বাথিলে সে আপনি আসিযা মনোবজ্জন কৰিবে। সাধাৰণ হিতবাদ বিবেকেৰ আদেশে যে অবশ্যকৰ্ত্তব্যতাৰ ভাব বহিয়াছে তাহাঁব কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিতে পাবে না। সাধাৰণ হিতবাদ উচ্চনীতিৰ পৰমবন্ধ। জনসাধাৰণেৰ হিতেৰ জন্ত আত্মস্মৃথ বলি দেওযা হিতবাদীৰ সৰ্ব্বপ্ৰধান নীতি। কিন্তু অপবেৰ স্মৃথেৰ জন্ত আত্মস্মৃথ বলি দিব কেন? অপবেৰ হৃথ হইলে আমাৰ কি? স্মৃথচ্ছৃথ বিচাৰকাৰী হিতবাদী এ প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ দিতে অক্ষম। সংস্কারবাদী বলিবেন—তোমাৰ যাহাঁ কৰিযাৰ তাহাঁ তোমাকে অবশ্যই কৰিতে হইবে, তুমি তোমাৰ স্বভাৱেৰ প্ৰতিকূলে যাইতে পাৰ না। তোমাতে যদি দয়াৰ লংকাৰ থাকে তবে দয়াৰ পাত্ৰ দেখিলে তুমি দয়া না কৰিযা পাৰ না ইত্যাদি।

হত এখনও কেহ কেহ আপত্তি কৰিবেন যে বিবেক বা হিতাহিত জ্ঞান ঈশ্বৰেৰ বাণী না হইলে লোক উচ্ছৃছাল হইযা পড়িবে—আৰ নীতিৰ শাসন থাকিবে না। তাঁহাদেৰ প্ৰতিও আমাদেৰ ঐ একই উত্তৰ। যাহাঁব সাধুসংস্কাৰ হইযাছে তাঁহাঁব পক্ষে সাধুকায়্যই স্বাভাবিক—সাধু-কাৰ্য্যে তাঁহাঁব স্মৃথ, তিনি অসাধু কাৰ্য্য কৰিতে যাইবেন না—পাবিবেনও না। আৰ যাহাঁব সংস্কাৰ অসাধু—তাহাঁকে অসাধু কাৰ্য্য হইতে বিৰত বাধিযাৰ পক্ষে ঈশ্বৰেৰ অপ্ৰীতিৰ ভয় দ্বেৰ থাকুক্, অনন্তকাল স্থায়ী বিবৰ্ম নৰকাগ্নিৰ ভয়ও বিশেষ কাৰ্য্যকাৰী নহে। একপ লোকেৰ পক্ষে ঈশ্বৰেৰ অপ্ৰীতিৰ ভয় অপেক্ষা সমাজশাসনেৰ ভয় ও বাজদণ্ডেৰ ভয় অধিকতৰ কাৰ্য্যকাৰী।

ত্ৰিসীতানাথ মন্ডী ।

লেখকেৰ সকল মতেৰ সহিত আমাদেৰ সহায়ত্ব নাই। যদি কোন দাৰ্শনিক হ'লেও ইহাঁৰ প্ৰতিবাদ কৰিতে ইচ্ছা কৰেন, তবে তাহাঁ সাধৰে গৃহীত হইবে।

আং—মং ।

সেন্ট পলের নবজীবন লাভ ।

জন্মভূমিতে কিছু দিন অবস্থানের পর, পল জেকসালেমে আগমন করেন ,
কি জন্ম জেকসালেমে আসিয়াছিলেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না । এই
সময়ে তাঁহার অস্তঃকরণে মহাত্মা খৃষ্ট এবং তৎশিষ্যদিগের প্রতি বিজাতীয়
বিদ্বেষ ও ঘৃণার উদ্ভেক হয় । কেন তিনি ধর্ম্মপরাধন নিবীড় খৃষ্টশিষ্যদলের
প্রতি আস্তবিক গভীর বিদ্বেষে ভাবে দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা নিঃ-
সংশয়ে হিব কবাব যায় না । বোধ হয় প্রচলিত ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপলীত
মত প্রচার কবাব জন্মই খৃষ্টশিষ্যাব্দ পলের নিকটে নিতান্ত ঘৃণার পাত্র
হইয়াছিলেন , কেবল পলের নিকট কেন, সমগ্রদেশবাদী লোকেরাও তাহা-
দিগকে অবিশিষ্ট ঘৃণা ও দ্বেষের চক্ষে দেখিত । যাহা হউক তিনি জেকসালেমে
উপস্থিত হইয়া খৃষ্টশিষ্যদিগের প্রতি বিশেষরূপে উৎপীড়ন করিতে
লাগিলেন । পলের উৎপীড়নে শিষ্যেরা নিতান্ত ব্যথিত হইতে লাগিল ।
ঈশ্বনকে হত্যা কবাব পর ইহা অত্যাচার দিন দিন আরও প্রবলতর
হইতে লাগিল । খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে পাঠকের হৃদয় জানা আছে যে,
ধর্ম্মাত্মা ঈফেনকে হত্যা কবাব প্রধান উদ্যোগীপুরুষ পল । ঈফেনের
মৃত্যুতে খৃষ্টসমাজ এবাস্ত শোকাভিভূত ও বিচ্ছিন্ন-প্রায় হইয়াছিল, তাহার
উপর পলের প্রবল উৎপীড়নে তাহা আরও বিপর্যস্ত হইতে লাগিল । ইহার
অত্যাচার ক্রমে সীমা ও পরিমাণ অতিক্রম কবিয়া ধাবিত হইতে লাগিল ।
খৃষ্টজগতে এক সুদূর বিস্তীর্ণ গভীর কালমেঘের সঞ্চার হইল । জেক-
সালেম নগর পলের উপদ্রবে কম্পিত হইয়া উঠিল । অনেকে নগর পরি-
ত্যাগ কবিয়া দূরতর প্রদেশে চলিয়া গেলেন । নাগরিকদিগকে বিবিধ
প্রকারে ইহাদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল । প্রত্যেক
খৃষ্টশিষ্যের গৃহে প্রবেশ কবিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার ও প্রহার এবং
বলপূর্ব্বক লইয়া আসিয়া কারাগারে বন্দীকৃত করিতে লাগিল । কেবল
পুরুষদিগের প্রতি নয়, অবলা বমণীদিগের প্রতিও এইরূপ নির্মম ব্যবহার
হইতে লাগিল । কখন বা ক্রোধাবেশে একেবারে উন্মত্ত হইয়া শিষ্যদিগের
গৃহে প্রবেশ করত তাহাদিগের পৃষ্ঠে উপযুগরি তীব্র কশাঘাত
করিতে লাগিল । নিবাস্রয় শিষ্যদিগের প্রতি প্রহার ও তিরস্কার

তাহাদিগের নিন্দা ও দোষোদ্‌ঘোষণা পলের একটি পবন প্রিয়ব্রত 'হইয়া উঠিল। এই অচিস্তনীয় নিপীড়নের নিবারণ বা প্রতিবিধানের উপায় ছিল না, কাৰণ, দেশীয় সমাজ ও বিচারালয় সকল ইহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। ধৰ্ম্মাধিকরণেব দ্বাৰ এই অত্যাচারনিপীড়িত অসহায় শিষ্যদলের নিকট লৌহঅৰ্গলে আবদ্ধ, স্তব্ধাং পৃথিবীতে তাহাদিগের আৰু প্রতিবিধানের আশা কোথায়? কেন এই ছল্লিসহ অত্যাচারের পবাকাস্তা খৃষ্টসমাজের প্রতি হইতে লাগিল। ইহাৰ কি কোন নিগূঢ় কাৰণ নাই, নিশ্চয়ই আছে, পবন মঙ্গলসঙ্গ পুরুষের মঙ্গল ইচ্ছা এই ঘটনাবলীৰ পশ্চাতে নিয়োজিত বহিষাছে। কেবল কি পলের অত্যাচার? এতদ্ভিন্ন অস্তান্ত লোকেব অজস্র উৎপীড়নও তাহাবা সহ্য কৰিতেছিল। তাহাদেব চাৰিদিকই বিপদের বনাক্কাৰে আচ্ছন্ন, তাহাদের নবনাথী সকলেই দ্রুতৰ বিপণ্ণে নিমগ্ন। বিবাতান নিকটে তাহাদিগের কাতবতাপূৰ্ণ স্তম্ভ হইতে ঘন ঘন এই প্রাৰ্থনাক্ষনি উথিত হইতে লাগিল যে, “হে ভগবান। এই বিপদ-রজনীৰ কি অবসান হইবে না?” আহা! সাংসারিক দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাৰা কি হতভাগ্য ছদ্মশাপন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সাংসারিক দৃষ্টি অসম্পূৰ্ণ, ইহাতে ঠিক দেখা যায় না। সংসারের অতীত আৰু এক দৃষ্টি আছে, তদ্বাৰা দেখিলে ইহাদিগকে পবন সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক ইহসংসারে তাহাবাই প্রকৃত সৌভাগ্যশালী, যথার্থ ভাগ্যবন্ত, যাহাবা ধৰ্ম্মেব জন্ত—সত্যেব জন্ত মানবসমাজে নিপীড়িত। এই জন্তই মহৰ্ষি ঈশা বলিয়াছেন “ধৰ্ম্মেব জন্ত তাড়িত লোকেবা ধন্ত।” প্রাৰ্থনা কৰি, যেন আনাদেব মধ্যে এই ছল্লিসহ উৎপীড়নের ভাব উপস্থিত হয়। তাহা হইলে আমরাও ধন্ত হইয়া যাইব। পল যে একেবাবে এক জন অত্যাচারপরায়ণ ধৰ্ম্মভাববিহীন পাষাণ্ড লোক ছিলেন তা নয়; তিনি একজন সরলবিশ্বাসী ঈশ্বৰোপাসক ছিলেন। তাঁহাব নিজেব উক্তিতেই বোধ হয়, তিনি যে এই খৃষ্টীয় সমাজের প্রতি যৎপৰোনাস্তি নিধ্যাতন কৰিতেন, তাহা ঈৰ্ষা ও বিদ্বেষ প্রণোদিত ভাবে নয়। কিন্তু কৰ্ত্তব্যজ্ঞানে তাহাদিগকে উৎপীড়িত কৰা তিনি কৰ্ত্তব্যবুদ্ধিৰ অনুমোদিত কাৰ্য্য বলিয়া মনে কৰিতেন। এমন কি তিনি মনে কৰিতেন, খৃষ্টের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ এবং তাঁহাৰ শিষ্যদিগকে পীড়ন কৰিতে পারিলেই পবমেশ্বরের নিকট প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। মানবজাতির ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল

বিষয়ের প্রলোভন অপেক্ষা ধর্মের প্রলোভন অধিকতর আকর্ষক এবং মুগ্ধকর। ইহা মানবহৃদয়ে প্রবল আশা ও উত্তেজনার বহিঃ বর্ষণ করে, ইহাব নামে মনুষ্যের অকবণীয় কাণ্ড কিছই নাই, সন্তানবৎসলা জননী সদ্যোজাত নয়নান্দকব শিশুসন্তানকে আনায়াসে সাগর বক্ষে ভাসাইয়া দিতে পাবেন, ইহাব নামে মনুষ্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রজ্বলিত হতাশনে আপনাব স্বকোমল জীবন্ত দেহকে ভগ্নীভূত কবিতোৎ সন্মুচিত হয় না। পল এই উদ্ভাদকব প্রলোভনে প্রলুপ্ত হইয়াই খৃষ্টসমাজের প্রতি অচিন্তনীয় নির্ধ্যাতন কবিতেন। তাঁহাব মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই নিবাশ্রয় শিষ্যদিগকে বিদ্রাবিত কবিতো পাবিলে পবমেশ্বর আমাব প্রতি প্রসন্ন হইবেন। পলের হৃদমনীয় নৃশংস অত্যাচার সহ্য কবিতো না পাবিয়া ইতিপূর্বে কতকগুলি শিষ্য ডামস্কাস্ নগরে গমন কবিয়াছিলেন। এই সংবাদ পলেব কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। খৃষ্টান্ধচরদিগকে বিনষ্ট কবাট যাত্রাব পক্ষে পবম প্রিয়ব্রত, সে কি আব এ সন্নাচার স্তনিয়া স্থিতি থাকিতে পাবে? কিরূপে ডামস্কাস্-বাসী শিষ্যদিগকে পন্থাদস্ত কবিবেন, ইহাই পলেব একমাত্র চিন্তাব বিষয় হইল। পল চিন্তা কবিয়া অবশেষে স্থিতি কবিলেন, দূরবর্তী স্থানে গিয়া তাহা-দিগেব প্রতি উৎপীড়ন কবা, তত সুরবিধাজনক নয় এবং উহা আমাব ক্ষমতাও একরূপ বাহিবে, কিন্তু যদ্যপি প্রধান যাজকের নিকট হইতে আদেশপত্র লইয়া যাইতে পাবি, তাহা হইলে আমাব মনোবথ সিদ্ধ হইতে পাবে। এই স্থিতি কবিয়া পল জেরুসালেম নগরস্থ থিওফিলাস্ নামক প্রধান যাজকের নিকট গমন কবিলেন। সময়ে সময়ে এক একজন ব্যক্তি প্রধান যাজক শ্রেণীতে নির্দিষ্ট থাকিত। ইহাব পূর্বে জেনোথান ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পলেব প্রার্থনামুসাবে থিওফিলাস্ তাঁহাকে এক আদেশপত্র দিলেন এবং সেই পত্রে ডামস্কাস্ নগরবাসী বিহীনী সমাজকে লিখিলেন যে, “তোমাদের নগরস্থ খৃষ্টমতাবলম্বী নবনাবী সকলকে বাধিয়া এই ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ কবত জেরুসালেমেব বন্দীশালায় পাঠাইয়া দাও।” পলেব মনোভিলাষ সিদ্ধ হইল, তিনি মহোল্লাস করিতে করিতে অল্পচরণ সমভিব্যাহারে অন্ধারেহিণে ডামস্কাস্ নগরে যাত্রা করিলেন। পাঠক! বুঝিতে পারিতেছেন, এ যাত্রার উদ্দেশ্য একদিকে কি ভীষণ, অপরদিকে কি দুর্গাৎ। পলেব চরিতাখ্যানকেয়া বলেন, খৃষ্টীয়শকের ৩৭ সাইজিগ

বৎসবে নবেম্বর মাসে অথবা ষ্ট্রিফেনের মৃত্যুর কয়েকমাস পরে পল ডাম-
স্কাস্ যাত্রা করেন। তখন পলের বয়স্ক্রেম বোধ হয় ৩৪।৩৫ চোত্রিশ
অথবা পঁয়ত্রিশ বৎসব হইবে। পল খুষ্টের মৃত্যুর তিন বৎসব পবে
জন্মগ্রহণ করেন। ডামস্কাস্ নগর সিরিয়া দেশের রাজধানী, জেরু-
সালেম হইতে ১৩৬ একশত চত্ব্বিশ মাইল দূরবর্তী। যাত্রীবা সপ্তাহ-
কালমধ্যে জেরুসালেম হইতে ডামস্কাসে গমন করিত। অপেক্ষাকৃত অল্প
সময়ের মধ্যে পৌছিবাব জন্ত পল অশ্বাবোহণে যাত্রা করিলেন, সঙ্গীবা
কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। জেরুসালেম
হইতে ডামস্কাসে বাইবার নিমিত্ত কয়েকটা পথ ছিল, তন্মধ্যে ইহাঁবা যে
পথে যাত্রা করিলেন, সেই সূদীঘ রাজপথ বোমীর শাসনকর্তাদিগের নিশ্চিত
এবং সুদৃঢ় প্রস্তবমালায় নিবদ্ধ। এই সুপ্রশস্ত রাজমাগের উভয়পার্শ্বে
মধ্যে মধ্যে বিস্তৃত শস্তক্ষেত্র, কোথাও বা বর্মণীয় লতাগুপ্পপরিশোভিত
কুঞ্জবন, কোথাও বা বহুকালের পুর্বাতন সূদীর্ঘ বৃক্ষবল্লী, কোন স্থানে বা
গগনভেদী শৈল-শ্রেণী বিদ্যমান থাকিয়া, দূর হইতে পথশ্রান্ত পাহুজনের
নয়নাকর্ষণ করিতেছে। এই অশেষশোভাকর রাজবস্ত্র পল সঙ্গীদলে
পরিবেষ্টিত হইবা গমন করিতেছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে এই পথ
অন্তান্ত পথের ন্যায় সামান্ত পথমাত্র। কিন্তু ইহা সামান্ত পথ নয়, পাপী-
জনের নবজীবন-প্রসঙ্গে এ পথের মায়ায় সগে সগে নব নাবীর কণ্ঠে
পবিত্রীকৃত হইবা আসিতেছে, নবজীবনের পবিত্র ইতিহাসে এ পথ চিব-
অবণীয় হইবা বহিয়াছে। ছরন্ত পল তুমি এই পথে কোথায় যাইতেছ ?
নিবাশ্রয় শিষ্যদলকে আক্রমণ করিতে ? আমবা বলি না, তা নয়। এই
প্রহেলিকাপরিপূর্ণ সংসারে কোন্ বিষয়ের পশ্চাতে কি ন্যস্ত থাকে, তাহা
কে বলিতে পারে ? হুর্কিষহ ভীষণ শীত ঋতুর মধ্যে স্নমধুব স্নহদ বসন্ত
সমীপ্ন লুকাবিত থাকে, তাহা কে জানিতে পারে ? হুর্ভেদ্য প্রস্তবমালায়
গর্ভে স্তনীতল বাবিধাবা নিহিত আছে, তাহাই বা কে জানিত ? ডামস্কাস্
যাত্রাব পশ্চাতে কি মহম্মাপাব লুকাবিত আছে, পল তুমিও তাহা জান
না। চল, আরও কিছুদূর অগ্রসর হও, আজ বিধাতা তোমাব মনোরথ
ব্যর্থ করিবেন, তোমার হৃদয়রোপিত বহুদিনের আশাবল্লী তিনি আজ
চিরদিনের জন্য নিশ্চূল করিবেন। যাত্রীদল ডামস্কাস্ নগরের অদূরবর্তী
হইয়াছে, আর প্রাক্ এক মাইল পথ অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ

এক পবনাশচর্য ঘটনা উপস্থিত হইল। মেঘপরিশূন্য নির্মল মধ্যাহ্নাকাশ হইতে এক প্রথব দীপ্তিমান আলোক রশ্মি ক্রমে ক্রমে অবতরণ করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে আসিয়া পতিত হইল। তদর্শনে যাত্রীদের গতিবোধ হইল। সকলে পথিমধ্যে নির্ঝাক ও স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। সেই জ্যোতির প্রথব তেজ সহ কবিতে না পাবিয়া সকলে নয়ন নিম্নীলিত কাঁপিয়া থাকিল, এই অভূতপূর্ব আকস্মিক ব্যাপাবে সকলেবই হৃদয় কম্পমান হইতে লাগিল। তখন সেই আলোকস্তম্ভের মধ্য হইতে এক জ্যোতিষ্ময় পুরুষ বলিতে লাগিলেন “সল সল + কেন তুমি আমাকে উৎপীড়ন করিতেছ?” পল অল্পে অল্পে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, অগত সেই সকল কথা বজ্রধ্বনিতে তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তখন তিনি ভীতিবিহ্বল চিত্তে নতজানু হইয়া বলিলেন “প্রভু তুমি কে?” তখন ধীর গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন “আমি খৃষ্ট, যাহাকে তুমি নির্ঘাতন করিতেছ।” পল তখন বিস্ময়পূর্ণ হৃদয়ে বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রভু আমাকে কি কবিতে হইবে?” উত্তর আসিল, “তুমি উত্তীর্ণ হইয়া নগবে প্রবেশ কর, সেই স্থানে তোমার বলিয়া দেওয়া হইবে” এই বলিতে বলিতে সেই তেজোময় আলোকস্তম্ভ অনন্ত আকাশ গর্ভে নিশাইয়া গেল। পূর্বে হৃদয়াকিবর্ণ সমুজ্জ্বলিত যে মধ্যাহ্নাকাশ ছিল, এখনও সেই মধ্যাহ্নাকাশ বিবাজিত বহিষাছে। তাহাও সকলে নেত্র উন্মীলিত করিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অনন্তর শূন্যমণ্ডল হইতে কে কথা বলিল, এই ভাবিয়া তাহাদের হৃদয়ে আশঙ্কা দ্বিগুণতর বদ্ধিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পল পুনর্জন্ম লাভ করিলেন, জীবনের ভাবী-মহত্বের উৎস এই স্থান হইতে খুলিল, যে নন্দনকাননজাত স্বর্গীয় কুসুমের সৌরভে জগৎ আমোদিত হইবে,—মানবমন বিমোহিত হইয়া থাকিবে,—খৃষ্ট ধর্মরূপ হৃদয় উদ্যান চিরদিনের জন্য জগতে গোরবান্বিত হইবে, আজ তাহা কোরক হইতে কুসুমে বিকশিত হইল। যে আলোকে পলের আজ নবজীবনের সঞ্চার হইল, সে আলোক ভৌতিক নয়, বাহিরের আলোক নয়। সে জ্যোতির বিকাশ চক্ষুচক্ষে উপলব্ধি হয় না, তাহার বিকাশ হৃদয়ের নিভৃততম স্থানে, সে জ্যোতিঃ বিধাতা প্রেরিত আত্ম-জ্যোতিঃ। এই জ্যোতির একবার বিকাশ হইলে, মানুষের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি খুলিয়া যায়। এই জ্যোতির সাহায্যেই

† বলা বাহুল্য যে, পলের প্রথম নাম সল ছিল।

পৃথিবীর সাধুবা হৃদয় ভাঙাব নিহিত স্বর্গীয় বস্তু সকল সন্দর্শন কবিষাছেন, ধর্ম-রূপ মহার্হব ধনাগাবের চাবি এই জ্যোতিব হস্তে । বিজ্ঞান দর্শনের আলোচনাব এই আলোকের উন্মেষ হয় না, পাণ্ডিত্য বা বহুদর্শনের দ্বাবাও ইহা উপার্জন কবিতে পাবা যায় না । পলের বিদ্যাবস্তু বা পাণ্ডিত্যের ত কিছুমাত্র অভাব ছিল না, তবে তিনি এই আলোক হইতে এতদিন বঞ্চিত ছিলেন কেন ? এই নবজীবনসঞ্চাবিণী জ্যোতিঃ তবে কিসে লাভ কবা যায় ? ধর্মতীর্থেব যাত্রীবা পথ পরিদর্শনের জন্ত বহুকাল হইতে আকুল হইয়া এই জ্যোতিব জন্ত ফিবিতেছেন । ব্রহ্মের রূপাস্বর্গ্য এই জ্যোতিব উৎপত্তি-স্থল ;—ব্রহ্মরূপায় এই আলোকের জন্ম । পবমেশ্বরের কবণা যখন আবির্ভূত হয়, তখন এই জ্যোতিঃ মানব-হৃদয়ে অবতীর্ণ হইবা পাকে । ভগবানের রূপা না হইলে এই পবম জ্যোতিব প্রকাশ হয় না । পবমেশ্বরের দয়া তবে অবতীর্ণ হয় কখন ? যখন পাপী পাপের অপাতমধুব প্রলোভনে প্রলুপ্ত হইয়া, অবশেষে নবককুণ্ডে ঝাঁপ দিতে যায়, যখন পাপী আপনাব জীবনকে শতসহস্র দিকার প্রদান কবিয়া গতানুশোচনা ও অনুতাপের ছন্দিসহ অনলে পুড়িতে পুড়িতে আত্মহত্যা কবিতে প্রস্তুত হয়, তখন, আব কখন ? যখন স্ত্রুথাবেধী মনুষ্য-হৃদয় সংসাবাপণ্যে স্ত্রুথের আশায় হা হা কবিয়া ঘুরিয়া আবাব অবশেষে ভগবানের দ্বাবে শবণাপন্ন হয়, যখন মানুষ আপনাকে অকিঞ্চিৎকব অসাব জ্ঞানে দীর্ঘবদয়াকেই সাব এবং সর্বস্ব বোধ কবিয়া তাহাব জন্ত একান্তহৃদয়ে ব্যাকুলিত মনে ভগবানে দ্বাবে আশ্রয় গ্রহণ কবে, তখন, কি মানবজীবনে—কি মানবসমাজে, যখনই দুর্গতিব অমানিশাব আবির্ভাব হইতে দেখা গিয়াছে, তখনই ভগবানের বিশ্ব-বিজয়িনীরূপা অবতীর্ণ হইয়াছে । মোহভ্রাস্ত মানুষ । যদ্যপি আপনাব হৃদয়ে ব্রহ্মের রূপা-জ্যোতিঃ লাভ কবিতে চাও, তবে তাঁহাব জন্ত ভিথাবী হও । পলের বহুদিনের তিমিবাচ্ছন্ন স্রবুণ্ড-হৃদয়ে এই স্বর্গীয় আলোক প্রতিভাসিত হইল । এই জ্যোতিব মধ্যদিয়া দিব্যজ্ঞান পলের হৃদয়ে সঞ্চাবিত হইয়া বলিতে লাগিল “কেন তুমি খৃষ্টকে অর্থাৎ খৃষ্টশিষ্যদিগকে বার বার নির্যাতন করিতেছ ?” বিনয়ের স্রুথস্পর্শী সুকোমল আলিঙ্গনে পলের গর্জিত ও উদ্ধত হৃদয় আজ তুণের স্রায় দীনভাব ধারণ করিল, অহঙ্কারদুগ্ধ উন্নত মস্তক প্রেমের দুর্দহভারে অবনত হইয়া নব নারীল চরণে বিলুপ্তনের জন্ত ঘেন উদ্যত হইতে লাগিল । পলের হৃদয়মনদের

আজ সম্পূর্ণ পবিত্রবর্তন, সম্পূর্ণ যগান্তব। কিছুক্ষণপবে পল ধীবে ধীবে গাত্ৰোত্থান কবিলেন, অলুচবেব তাহাব হস্ত ধবিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তিনি নগবে প্ৰবিষ্ট হইয়া জুডাসেব গৃহে গমন কবিলেন। জুডাসেব গৃহ নগবেব মধ্যস্থিত ‘সবলমার্গ’ নামক পথেব পাশ্বেপবি। নিৰ্দোষ মন্ত্ৰয়া ! চিন্তা ববিয়া দেখ, পল কি উদ্দেশ্যে ডাম্‌স্কা' যাত্ৰা কবিয়াছিল, আব কি ভাব লইয়া নগবে প্ৰবেশ কবিল। তাই আবাব বলি, কোন্ বিঘষেব পশ্চাতে কি ব্যাপাব ন্যস্ত থাকে, ক্ষুদ্ৰবুদ্ধি মানুস তুমি কিৰূপে তাহা বলিতে পাব ? হে সংশয়ি। ভগবানে কি এখনও অবিশ্বাস কব ? পবমেষবেব মুক্তিপ্ৰদ হস্ত কি পবিত্ৰাণেব জন্ত হোমাব পশ্চাতে পশ্চাতে নিবন্তৰ ফিবিতেছে না ? জুডাসেব বাটতে পল তিন দিবস নিবণনে যাপন কবিলেন। উপাসনা, প্ৰাৰ্থনা ও আত্মচিন্তায় এই তিনদিবস অতিবাহিত হইল। অনন্তমনা হইয়া এই দিবসত্ৰয় তিনি ঈশ্ববেব চৰণালিঙ্গন কবিয়া পড়িয়া বহিলেন। ককণাসিদ্ধ পবমেষবে সন্তানকে কত উপদেশ, কত সত্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সন্তানেব বাহিৰেব স্খাভুগা চণিয়া গেল, বিমনা হইয়া সেই সকল অমূল্যতত্ত্ব শুনিতে লাগিলেন। এখন অভিষেকেব সময় উপস্থিত হইল। ও দিকে অ্যানেনিয়স্ নামক জনৈক দম্মানুবাগী শিষ্যেব নিকট আদেশ প্ৰেৰিত হইয়াছে যে, “জুডাসেব গৃহে টার্স' নগবেব সল্ নামক এক জন ব্যক্তিৰ অন্বেষণ কব, সে প্ৰাৰ্থনা কৰিতেছে, সে আমাব একজন মনোনীত পাত্ৰ, তুমি গিয়া তাহাকে অভিষিক্ত কব।” বিধাতাব নিদেশানুসাবে অ্যানেনিয়স্ জুডাসেব গৃহে গিয়া ঠিক তাহাই দেখিলেন। পল অ্যানেনিয়েসেব নিকট অভিষিক্ত হইলেন। বাইবেলে উল্লিখিত আছে, এই সময়ে পলেব চক্ষু হইতে শল্বেব স্ৰাব এক প্ৰকাৰ পদাৰ্থ বাহিব হইয়া পড়িল। সত্য সত্যই তাহাব দৃষ্টিব আবৰণ খসিয়া পড়িল। তাহাব আধ্যাত্মিক চক্ষু জ্যোতিৰ্ময় ও প্ৰস্ফুটিত হইয়া উঠিল এবং তাহাব পূণ্যবাবিধিৰ্যেত আত্মা এক অদৃষ্টপূৰ্ণ স্ৰব্যা বাজ্যে পবমস্থখে বিচৰণ কৰিতে লাগিল। পল উথিল হইয়া পান ভোজনাদি কবিলেন এবং বাহাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবাব জন্ত আসিয়াছিলেন, এখন তাহাদিগকেই পৰমবজু বোধে প্ৰীতিভৰে তাহাদিগেব সহিত পবিত্ৰ ধৰ্ম্মালাপে প্ৰবৃত্ত হইলেন। পৰমেশ্বৰ ! ধন্ত তোমাব পতিতোদ্ধাবিণী শক্তি।

ঈদেবেস্তনাথ মুখোপাধ্যায়।

বিলাপ ।



নামে চিব পবিচিত ছিলে বে মুদ্রের ।
লোক মুখে তব যশ শুনেছিছু ঢের ।
দেখা হলো, কিন্তু দেখা হলো যে কুক্ষণে,
বহু আশা প্রাণে ধ'বে মানব সৌবনে
পশে যথা, আমি তথা কত আশা ধবি
উঠেছিছু বাষ্পযানে । সংসার-উদ্যানে
ফুটিল যে কটা ফুল পবিপূর্ণ প্রাণে
ডালা মাজাইয়া আমি হাসিতে হাসিতে,
আনন্দ-তবঙ্গে যেন ভাসিতে ভাসিতে,
উতরিনু তব পাশে, দেখিনু বিচিত্র
গিবি বাজি, উপত্যকা কি সুন্দর চিত্র !
দেখিলাম প্রবাহিণী স্রুতুর বিস্তৃত,
গভীর নীববে ধীবে মুদ্র প্রবাহিত ,
দেখিলাম দুর্গ তব বেষ্টিত প্রকাবে ,
দেখিলাম তরুবাঙ্গি নবপত্র ভাবে
শোভাময় ; নব তুণে শ্যামল প্রাস্তব ,
দেখিলে উথলে যাহা কবির অন্তর ।
দেখিলাম এসকলি , কিন্তু বে হৃদয়ে
ছিল আশা, ভিক্ষু যথা ধনীর আলয়ে
যজ্ঞদিনে, শেষ হলে ব্রাহ্মণ-ভোজন,
পাতের প্রসাদ লোভে করে আগমন,
ছিল আশা, সেই রূপ ভক্তের প্রসাদ
যাহা কিছু পড়ে আছে, মিটাইয়ে সাধ

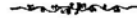
লব তাহা , আশা ছিল বন্ধুগণ সনে
 কবির ব্রহ্মের পূজা উদ্যানে, কাননে,
 গিবিপৃষ্ঠে, নদীতটে , কিন্তু সে বাসনা,
 সে বাসনা হায় মোর সফল হ'লো না ,
 আমার ফুলের ডালা অকালে অঁধাব
 করি, কাল তুলে নিল ফুলটি আমার !
 তখন আমিত নিজ অঁথিবে বুঝায়ে
 বেখেঁছিন্ন , অশ্রু মোর বাখিনু লুকায়ে ,
 কিন্তু প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছি মুগ্ধের ।
 হায় ! হায় ! কাষে বলি, আমার প্রাণের
 কি যে প্রিয় কন্যাগুলি । বর্ণি তা কেমনে ?
 স্মৃথে ভাসি দেখে হামি তা দেব বদনে ।
 বহু পাপ বহু কষ্ট আমার সংসারে,
 বহু অনুতাপ, তাই ঈশ্বর আমাবে
 ভুলাইতে নিষ্কলঙ্ক প্রাসন্ন সরল
 সঙ্গীগুলি চারিদিকে দিলেন ঘেবিয়া ।
 হারাব সে ধনে আমি এমন করিয়া,
 কে জানিত । চারি দন্তে আধ আধ হাসি,
 আধ ভাষা, বর্ণে বর্ণে যেন সুখা বাশি,
 কে জানিত “নরোজ্জিনী” এমন মুণালে
 বাঁধা ছিল, কাল যাহা ছিঁড়িবে অকালে ।
 লইয়া শাবক কূলে পাখী গ্রামান্তরে
 উড়ে গেল ; উড়ে উড়ে তরুর শিখবে
 বসি, সবে ছুই দণ্ড করিছে বিশ্রাম,
 হেনকালে একি কাণ্ড, একি বিপ্লি বাম !
 কোমল শাবকে ব্যাধ সহসা মারিল ,
 বিহঙ্গ-সংসারে ঘোর ক্রন্দন উঠিল ,

বিহগিনী কেঁদে কেঁদে বুলিছে আকাশে ;
 ছানা গুলি, পিতৃকোড়ে লুকায় সজ্জানে ।
 কে জানিত এ দুর্দশা ঘটবে আমার
 কে জানিত তব নেত্রে বহিবাবে ধাব ।
 আমি কি প্রতিমা খানি গঙ্গার পুলিনে
 ভাসাইতে গিয়াছিলাম ? বা হোক কাঁদিনি
 যখন সে দিন আমি, আব কাঁদিব না ।
 মুগ্ধেব । তুমিও ক্ষোভ আর করিওনা ।
 তব দয়া তব স্নেহ তব ভালবাসা
 ভুলিব না , এত দিবে ছিলনা ত আশা ।
 কি বলিব প্রিয়পুত্রী কবি এ প্রার্থনা
 ঈশ্বর করুন পূর্ণ তোমার কামনা ।
 সুখে থাক, কর সুখী রোগী শোকী জনে ,
 এ হতে কি আছে সুখ এছাব ভুবনে ।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী ।

* লেখক মহাশয় যখন কয়েক বৎসর পূর্বে মুন্সেরে বাস করিতেছিলেন,
 তখন গৃহের ছাদ হইতে পড়িয়া তাঁহার সরোজিনী নাম্নী একটা কন্যা
 যাত্রা বাদ, সেই সময়ে এই কবিতাটা মুন্সের নগর উদ্দেশ করিয়া লিখিত
 হইয়াছিল ।—আঃ সং ।

ধর্মের ছজুগ ।



আজি কালি যেখানে যাওয়া যায় সেইখানেই ধর্মবিষয়ক আন্দোলনের কথা শ্রুতিগোচর হয় । নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্ত নানা দিকে নানা চেষ্টা হইতেছে । এই সকল চেষ্টা ঠিক পথে পবিচালিত হইতেছে কি না তাহা বিচার কবা আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় । ধর্মের সহিত সমাজের শুভাশুভ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ । এই জন্ত ধর্মবিষয়ক আন্দোলনের স্রোত কোন পথে প্রবাহিত হইতেছে তাহা নির্দ্ধারণ কবা সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাঝেবই কর্তব্য বলিয়া বোধ হয় । কোনও বিশেষ ধর্মমত সত্যই হউক আব মিথ্যা হউক, তাহা সহিত ভ্রম থাকুক আব নাই থাকুক, যদি সবলভাবে সত্যতাভেব জন্ত তাহা লইয়া আন্দোলন করা যায়, তাহাতে শুভ ভিন্ন অশুভ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই । প্রকৃত মত্যানুবাণ ও সবল বিশ্বাসের স্তিতি যদি কেহ অপরকে আপনায় মতে আনিবার চেষ্টা কবে, তাহাতে আপাততঃ একটু আধটু সামান্য অনিষ্ট হইলেও, তাহা ভবিষ্যৎ ফল প্রায়ই মঙ্গলজনক হইয়া থাকে । কিন্তু তুমি মনে মনে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর না, যদি তাহা সত্য বলিয়া প্রচার কবিত্তে চেষ্টা কব, অথবা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস কব, কথায় বা কার্যে তাহা বিপরীত ভাব প্রকাশ কব, তাহাতে কখনও সমাজেব মঙ্গল হইতে পাবে না । প্রত্যেক দেশেই এমন একদল লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাহাবা সকল কার্যেই দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া চলেন । তাঁহাবা যাহা ভাল বা উচিত বলিয়া বিশ্বাস কবেন তাহা যদি সাধারণ মতেব বিবোধী হয় তাহা হইলে তাঁহারা আপনাদের বিশ্বাস গোপন কবিয়া তদ্বিপরীত পথে চলিয়া থাকেন । সমাজেব মধ্যে যাহারা উন্নতিশীল দল বলিয়া পবিচিত তাহাদের মতেব সহিত আপনাদের মতেব সম্পূর্ণ ঐক্য সবেও তাঁহাবা মনে কবেন তাহাবা উৎসাহের স্রোতে পড়িয়া না জানি কি একটা বিপরীত কাণ্ড করিয়া সমাজকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিবে ; এবং এই ভাবিয়া তাঁহাবা আপনাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধ পথে চলা আবশ্যক মনে করেন । কেহ কেহ বা উন্নতিশীলদলস্থ ব্যক্তিবিশেষের প্রীতি ক্রোধ বা ঈর্ষা অথবা অজ্ঞ কোনও নীচ ভাবের বশবর্তী হইয়া সমস্ত দলের বিরোধী

হইয়া পড়েন এবং নিজের বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, তাহা গোপন করিয়া কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত ভাব দেখাইয়া থাকেন । ইহাতে সমাজের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং অপকারই হইয়া থাকে ।

“The affairs of the universe are not carried on after a system of benign double-dealing. In nature’s doings all things show their true qualities—exert whatsoever of influence is really in them. It is manifest that a globe built up partly of semblances instead of facts, would not be long on this side chaos. And it is certain that a community composed of men whose acts are not in harmony with their innermost beliefs, will be equally unstable. To know in our hearts that some proposed measure is essentially right, and yet to say by our deeds that it is not right, will never prove really beneficial. Society cannot prosper by lies.”

—Herbert Spencer.

ইহাব ভাবার্থ এই যে—‘জগতের ক্রিয়াকাণ্ড কপটতাবাদে নিয়মিত হয় না । প্রকৃতির কার্য্য প্রণালী একপ যে, প্রত্যেক পদার্থই আপনাব আপনাব প্রকৃত গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে—যাহাব ঠিক্ যে পরিমাণ শক্তি আছে, সে সেই শক্তিব প্রভাবই বিস্তার করিয়া থাকে । প্রকৃত বস্তুর পরিবর্তে, কেবল বস্তুর প্রতীয়মান কিছু দ্বারা আংশিক ভাবে যদি কোনও জগৎ গঠিত হয় তবে তাহা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না । এবং যে সমাজের অঙ্গীভূত ব্যক্তিগণের কার্য্য তাহাদের আস্তবিক বিশ্বাসের অনুযায়ী নহে, সে সমাজও নিশ্চয় সেইরূপ অস্থায়ী হইবে । কোনও কার্য্যকে হৃদয়ে ভাল বলিয়া অনুভব করা অথচ কার্য্যদ্বারা তাহা ভাল নহে বলিয়া প্রকাশ করা কখনই প্রকৃত মঙ্গলজনক হয় না । মিথ্যাদ্বারা কখনও সমাজের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না ।’

আজি কালি ‘হিন্দুধর্ম !’ ‘হিন্দুধর্ম !’ করিয়া যে মহা কোলাহল উত্থাপিত হইয়াছে তাহা যদি হিন্দুধর্মের প্রতি প্রকৃত আস্থা ও সরল বিশ্বাস হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে তবে তাহাতে সমাজের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল হইবে না । সরল ধর্ম বিশ্বাস যতই বদ্ধিত হইবে, ধর্মের প্রতি লোকের

প্রকৃত আস্থা যতই বাড়িতে থাকিবে ততই সমাজেব পক্ষে মঙ্গল । প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন, ব্রাহ্মই হউন আর খৃষ্টানই হউন, তিনি সমাজের মিত্র ভিন্ন শত্রু নহেন । সবল, সত্যপায়ণ, পবোপকারী, ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি যে ধর্মাবলম্বী হউন না কেন, তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র । তিনি নিজেও অপরকে তাহাব বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য কবিত্তে দেখিলে কখনও তাহাব প্রতি ক্রোধ বা ঘৃণা প্রকাশ করেন না । যেখানে প্রকৃত ধর্ম্মেব অভাব, যেখানে প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমেব অভাব, যেখানে কেবল ধর্ম্মের খোঁসা লইয়া টানাটানি, সেই থানেই যত ঘৃণা, যত বিবাদ ও যত গোড়ানি ।

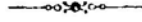
সমাজের প্রকৃত শত্রু কে ? যাহাদের মনে একরূপ মুখে একরূপ, যাহারা গোপনে ধর্ম্মবিকল্প কার্য্য কবিত্তে কুণ্ঠিত হয় না অথচ সংবাদপত্রে বা বক্তৃতায় “ধর্ম্ম !” “ধর্ম্ম !” করিয়া চীৎকার কবিত্তে পটু, যাহাদের ঈশ্ববে ভক্তি নাই, সত্যো নিষ্ঠা নাই, ব্যবহারে সবলতা নাই, যাহারা দিনান্তে একবার ভক্তিভাবে ভগবানের নাম কবে না, অথচ পশার জাঁকাইবাব জন্ত ধর্ম্মের নামে জঘৎকা নিনাদিত কবিয়া আকাশ পাতাল কম্পিত কবিত্তে পারে, যাহারা পবোপকাবের ফাঁদ পাতিয়া স্বার্থসাধনের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকে, স্বার্থেব জন্ত যাহারা সমাজেব সন্মানশ কবিত্তে পাবে, নির্দোষী ব্যক্তিব চরিত্রে কলঙ্ক আবোপ কবিত্তে পারে, এবং দেশেব নীতি দূষিত কবিয়া দিবাব চেষ্টা করিত্তে পাবে, প্রকাশ্যভাবে লোকাক কপটতা শিক্ষা দিতে যাহারা কুণ্ঠিত হয় না, যাহারা কোন ধর্ম্মই মানে না অথচ সামাজিক উৎপীড়নেব হাত এড়াইবার জন্ত অথবা সামাজিকতা বক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্মেব অঙ্গীভূত বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডে যোগ দেয়, যাহারা আপনাদের দুস্তবৃত্তি চবিতার্থ কবিবার জন্য নাস্তিকতা, সংশয়বাদ অথবা সুখবাদেব আশ্রয় গ্রহণ কবে, যাহারা আপনাদের বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিত্তে প্রস্তুত নহে অথচ অপর কাহাকেও নিজের বিশ্বাসমত চলিত্তে দেখিলে তাহার প্রতি খড়গহস্ত হয়, একপ লোকেয়া এবং তাহাদিগকে যাহারা বাক্য বা কার্য্যদ্বারা সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করে তাহারা ই সমাজেব প্রকৃত শত্রু । নতুবা যাহারা আপনাদের সরল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য কবিত্তে চান, যাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে আপনাদের ও অপরের চবিত্ত উন্নত করিবার জন্য উৎসুক, যাহাদের ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং

নবনাবী ও জীবজন্তুর প্রতি দয়া আছে, একপ বিশ্বাসী, কর্তব্যপবায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, ভগদ্বক্ত ও পবোপকারী ব্যক্তিগণ সত্যের অনুবোধে, নিজেব বিশ্বাসেব অনুবোধে কোনও সামাজিক নিয়মেব বিকল্পে কার্য্য কবিলে বা কোনও প্রকার সামাজিক শাসনকে তুচ্ছ কবিত্তে বাধ্য হইলে তাঁহা-দিগকে কখনই সমাজেব শত্রু বলা যায় না। পবন্তু তাঁহাবা যে সত্যনিষ্ঠাব ও ত্যাগস্বীকারেব দৃষ্টান্ত দেখান তাহাব জন্য তাঁহাদিগকে সমাজেব মিত্র বলিয়া বিবেচনা কবা উচিত।

আজি কালি যাহাবা চতুর্দিকে চিন্দধর্মের বিজয়চন্দ্রি নিরাদিত কবিতোচন, তাঁহাদিগকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কবি। এই যে ‘ধর্ম’ ‘ধর্ম’ কবিয়া এতদিন কাগজে লেখালিখি, পথে ঘাটে বকাবকি চটল, বলি, তাহাব ফল কি হইয়াছে দেখাও ত ভাই। কয়জন লোকেব চবিত্র তোমবা ভাল কবিত্তে পাবিয়াছ বল ত। কয়জন লোকেব মন নাস্তিকতা বা ঔদাসীত্বের পথ হইতে ভগবানের দিকে দিবাইতে পাবিয়াছ বল ত। তাহা বদি না পাবিয়া থাক তবে আব এত গোলযোগ কবিয়া কল হইল কি? আর তাই কি তোমাদের উদ্দেশ্য? কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া সেকপ ত বোধ হয় না। স্বদেশবাসীব চবিত্র উন্নত কবিবাব জন্ত, লোকেব মনে প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস ও ভগবদ্বক্তি উত্তেজিত কবিয়া দিবাব জন্ত তোমবা এ পর্য্যন্ত কিছু কবিয়াছ বলিয়া ত দেখিত্তে পাঠি না। তাহা যদি কবিত্তে তাহা হইলে তোমাদিগকে সমাজেব উপকারী বলিয়া, প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রদান কবিতাম। কিন্তু যখন দেখিত্তে পাই যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষকে অপদস্থ কবিত্তেই তোমবা প্রধানতঃ ব্যস্ত, যখন দেখিত্তে পাই ব্যক্তিবিশেষের প্রায়শ্চিত্ত ঠিক হইয়াছে কিনা ইহা লইয়াই তোমাদের বত মাথাব্যথা, যখন দেখিত্তে পাই যে দেশব্যাপী পাপশ্রোত কিসে দূর হইবে, লোকেব চবিত্র কিসে ভাল হইবে সে দিকে তোমরা একবার দৃক্শাতও কর না, তখন তোমাদের ধর্ম্মান্দোলনকে হুজুগ বলিব না ত আর কি বলিব?

হক্ কথা ।

অনন্ত দুঃখ ।



More pain than pleasure is occasioned us by others—banish others, and you are necessarily the gainer

Lyttton.

যদি জানিতে আমাব বুকে কি দাকণ শেল বিধিয়াছে,—আমাব হৃদয় কি দাকণ যন্ত্রণাব ভূয়ানলে দিবানিশি জলিতেছে,—কোন্ কালসৰ্প হৃদয়ে প্রবেশ কবিয়া আমাব বক্ত শোষণ কবিতোছে—এবং পলে পলে আমাব জীবনী শক্তি ধ্বংস কবিতোছে,—তাহা হইলে আমি কেন কাঁদি তাহা আব জিজ্ঞাসা কবিতো না। দিনেব পব দিন, মাসেব পব মাস, বৎসবেব পব বৎসব—দেখিতে দেখিতে কত বৎসব চলিয়া গেল।—কৈ আমাব বুকো যে শেল বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাব ত উদ্ধাব হইল না।—সে ভূষণল জলিতেছিল তাহা ত নিভিল না। যত দিন যাইতেছে, যন্ত্রণা যে আবও বাড়িতেছে। ভাবিয়াছিলাম বুঝি একদিন এ যন্ত্রণা ফুৰাইবে—বুঝি একদিন এ দুঃখেৰ আঁধাব বিদূৰিত হইয়া সুখস্বা উদিত হইবে—কিন্তু কৈ তাহা ত হইল না—প্রাণেব এ হাহাকাৰ ত মিটল না ?

সুখও চাই না দুঃখও চাই না,—চাই একটু শান্তি; কিন্তু কৈ তাহাও ত পাইলাম না ? চিবজীবন কেবল দুঃখভোগেই অবসান হইল। জীবনাকাশ দুঃখ শোকেব ঘন আঁধাবেই আচ্ছন্ন হইয়া রহিল, মুহূৰ্ত্তেৰ জ্ঞাতও সুখেব ধনিক আলোক দেখিতে পাইলাম না। আমার হৃদয় দুৰ্ব্বল—আমাব হৃদয় কোমল, তাই আমাব এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা, তাহা আমি জানি ! এ সংসাৰে যাহাব হৃদয় কোমল,—যে হৃদয় পাষণে বাঁধিতে পারে নাই, যে কঠোৰতাৰ পৰিবৰ্ত্তে কঠোৰতা, ক্রকুটীৰ পৰিবৰ্ত্তে ক্রকুটী ভাঙিলোৰ পৰিবৰ্ত্তে ভাঙিল্য, ঘণাৰ পৰিবৰ্ত্তে ঘণা প্রদৰ্শন কবিতো শিখে নাই, যে কঠোৰতা দেখিলে কোমল হইয়া পড়ে, ক্রকুটী দেখিলে স্তিমমান হইয়া পড়ে,—ভাঙিল্য দেখিলে মরমে মরিয়া যায়—এ সংসাৰ তাহাৰ জ্ঞাত নহে। যে কপটতা জানে না, কতিলাভ গণনা কৰিতে শিখে নাই, কলাফল চিন্তা কৰিতে জানে না—কেবল আপনা ভুলিয়া অন্তকে ভাল বাসিতে জানে, এ সংসাৰ তাহাৰ জ্ঞাত নহে। ভাল বাসিয়া যে আত্মহীনা

হইবে—এ সংসারে আব তাহাব স্থান হইবে না, ভাল বাসিতে হয় একটু আধটু—পোষাকি বকম ভালবাসা লইয়া থাক—আত্মহারা হইও না। এ নিষ্ঠুর জগতে মানুষ যে দিন ভালবাসিয়া আত্মহারা হইয়াছে, সেইদিন হইতেই সে তাহাব চিরজীবন দুঃখ যন্ত্রণাব দারুণ অনলে আহতি দিয়াছে। সেইদিন হইতেই তাহাব দুঃখেব জীবন আবস্ত হইয়াছে।

জ্ঞানীবা বলেন দুঃখ মানুষকে শিক্ষা দেয়,—এ কথা একেবাবেই অস্বীকার কবিতে পাবি না। কিন্তু এ শিক্ষা কিসেব জন্ত ? কঠিনতব দুঃখ সহ্য কবিবাব উপযুক্ত সামর্থ্য লাভ কবিবাব জন্ত। হৃদয় ক্রমাগত দুঃখেব বিষময় দংশনে ক্ষত বিক্ষত হইতেছে—যন্ত্রণাব তুষাণলে পুড়িয়া ভস্ম হইতেছে। একটি যায় আব একটি আসে—এ অবস্থায় কি ই বা শিখিব, আব হৃদয়ে কি সামর্থ্যই বা লাভ কবিব ? যে দুঃখ কি জানে না, যাহাব জীবনতবী স্নেহেব তবঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে, দুঃখ ঘটনায় তাহাব শিক্ষা হইতে পাবে। কিন্তু যাহাব জীবন চিবদুঃখময় চিবঅন্ধকারময়, যাহাব ক্ষুদ্র জীবনতবী তবঙ্গেব পব তবঙ্গেব আঘাতে কুলকিনাবা না পাইয়া অতঃ জলে ডুবিতে বসিয়াছে,—তাহাব শিক্ষাইবা কি—আব সে শিখিয়াই বা কি কবিবে ? শিক্ষা দূবে থাক—দুঃখেব তাড়নে হতাশ হইয়া জীবনেব আশা ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয়, জীবন ভাববহ হইয়া উঠে, জীবনে বিহৃষণ জন্মায়। তবে কিসেব জন্ত এ সংসার, কিসেব জন্ত এ সৃষ্টি। এ জগতে ত স্মৃথ অপেক্ষা দুঃখ অনেক অধিক—অসীম সাগবে একটি ক্ষুদ্র তবঙ্গ। তবে কিসেব আশায় মুগ্ধ হইয়া এ সংসারে ফিরিতেছি কোন স্মৃথেব আশায় বুক বাধিয়া বাঁচিয়া আছি ? কেবল দুঃখ শোক—কেবল বিষাদ—কেবল যন্ত্রণা আব নৈবাশ। ইহারই জন্ত কি সংসারে আসিয়াছিলাম।

কিন্তু কৈ বুঝিয়াও ত বুঝি না। এ সংসারে স্মৃথ অপেক্ষা দুঃখ যে অনেক অধিক, তাহা ত প্রতিপদে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তবুও ত জ্ঞান হয় না ? আশা কুহকিনীর প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া ক্রমাগত চলিতেছি—চলিতে চলিতে এক একবার মুমূর্ষু হইয়া পড়ি, আবাব সেই নিরাশার অন্ধকার মধ্যে কুহকিনীর অঙ্গুলী সংকেত দেখিয়া উন্নতের জ্ঞান ছুটিতে থাকি ! কিন্তু যাহা চাই, তাহা পাই কৈ ? আমি বতই অগ্রসর হই আমার লক্ষ্য—আমার ঈঙ্গীত পদার্থ যেন ততই দূবে চলিয়া যায়। কোথায়

গিয়া আমি তাহা পাইব—কেমন কবিতা আমি তাহা লাভ কবিব? তুমি তাচ্ছিল্যে হাসি হাসিয়া বিজ্ঞতাৰ সহিত বলিতেছ—আমি কল্পনা প্ৰিয়—আমি দুৰ্বল। তুমি হৃদয় বিহীন তাই এমন কথা তোমার মুখে শোভা পায়। যদি তোমাব হৃদয় থাকিত, তবে কখনই তুমি এমন কথা বলিতে গাবিতে না। আমি দুৰ্বল—মানিলাম। কিন্তু বল দেখি, সংসাবে কব-জন লোক এই দুৰ্বলতা অতিক্ৰম কবিত্তে সমৰ্থ হইয়াছে? কবজন লোক এ মোহ ছিন্ন কবিতা অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইতে সমৰ্থ হইয়াছে? আমি আজ তোমাব বাছে হৃদয়েব আবেগে প্ৰাণেৰ মৰ্ম্মকথা বলিয়া ফেলিলাম, তাই তুমি আমাকে দুৰ্বল মনে কবিতা মুখ ফিৰাইয়া বিদ্ৰোপেব হাসি হাসিতেছ। কিন্তু সংসাবে কবজন লোকেব হৃদয়ে তুমি প্ৰবেশ কবিতাছ—কবজন লোকেব হৃদয়েব প্ৰকৃত চিত্ৰ তুমি দেখিতাছ? অনেকেব হৃদয় যে শ্মশান হইয়া গিয়াছে—অনেকে যে এ সংসাৰেই সম্যাসী হইয়া বহিতাছে,—তাহা কি তুমি জান? তোমাব হৃদয়ে কি তুমি জান? তবে হৃদয়বিহীন লোকেবও সংসাৰে অভাব নাই—আমি এই হৃদয় বিহীনতা সংসাৰে অনেক দুঃখ কষ্ট আনিয়াছে। সংসাৰেব লোক যদি সমস্তই হৃদয়বিহীন হইত, তবে কি স্নেহেব হইত? হৃদয়বান লোক সংসাৰে আছে, তাই সংসাৰে এত দুঃখ। এ সংসাৰে বাহাব হৃদয় আছে, সেই কাঁদে—বাহাব হৃদয় নাই, সেই হাসে,—অন্তেব দুঃখ যমুণা দেখিয়া উপহাস কৰে।

আব এই সংসাৰবন্ধনহিত সকল অনৰ্থেব মূল। লোকে বলে এ সংসাৰে যদি প্ৰেমেব বন্ধন না থাকিত—স্নেহ ভালবাসা না থাকিত, তবে এ সংসাৰ ছাবধাব হইয়া যাইত—ইহা শ্মশানে পবিণত হইত। হইতে পারে। কিন্তু আমাব বিশ্বাস, এই প্ৰেমেব বন্ধন—এই স্নেহ ভালবাসাৰ বন্ধনই মানুহেব দুঃখেব আদি কাৰণ। ভালবাসাই জগৎ হাহাকাৰে পূৰ্ণ কৰিতাছে, ভালবাসাই জগৎ অশ্রুজলে ভাসাইয়াছে! তবে কেন এ প্ৰেমেব বন্ধন? তবে কেন জগৎ হইতে এই স্নেহ ভালবাসা বিলুপ্ত হইয়া যায় না! আমি মনে কৰি, মানুহ যতই সংসাৰ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে পাৰিবে, ততই মানুহেব দুঃখভাৰ হ্ৰাস হইবে—সুখ বৃদ্ধি পাইবে। এ সংসাৰে বে কেবল আপনাকে লইয়া থাকিত্তে পারে বৃষ্টি তাহাৰ মত স্নেহী আৰ নাই! এ স্বাৰ্থপণেৰ কথা হইতে পারে। কিন্তু এ সংসাৰই ত স্বাৰ্থপণ!

কেন আমি অস্ত্রের সহিত আমার হৃদয়টা বাঁধিয়া দিব ? কেন আমি আর এক জনের হাতে আমার সুখ দুঃখ সঁপিষা দিব ? যদি বৃষ্টিতাম সে আমার সুখে সুখী হইবে, দুঃখে দুঃখী হইবে—আমার শোকের অশ্রু স্নেহের অঞ্চলে মুছাইয়া দিবে, আমার যন্ত্রণায় স্নেহবাক্যে সাহসনা দিবে, তবে তাহার কাছে আমিও আত্ম বিক্রয় কবিতো মুহূর্ত্তের জন্তও চিন্তা কবিতাম না । কিন্তু যে আমার যন্ত্রণা দেখিয়া হাসিবে—আমার অশ্রুজল দেখিয়া বিদ্রুপ কবিবে—আমার ভালবাসার, তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা প্রতিদান দিবে—কেন আমি তাহাকে আত্ম বিক্রয় কবিব ? যে মুহূর্ত্তে আমি অস্ত্রের নিকট আত্মবিক্রয় কবিতাম সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমার জীবনের আশা ভবসা—সুখ দুঃখ—সকলই তাব হাতে । তাহার অহুগ্রহের উপর আমার জীবন মরণ ।

তবে কেন মানুষ বৃষ্টিয়াও ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে শত বাঁধনে জড়িত করে, কেন অস্ত্রের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন গ্রথিত কবিয়া দেয়, স্নেহ ভালবাসার বন্ধন বৃদ্ধি করিয়া কেন আপনাকে সহায়হীন সম্বলহীন কবিয়া ফেলে ! কেন এ মানুষ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া নিজের দুঃখভাব বৃদ্ধি কবে ?—হৃদয়ের মধ্য স্থানে যে অনন্ত আশা—অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, তাহা পরিভূত কবিবার জন্ত ?—ভ্রান্ত মানুষ—এ সংসারে যে তাহা হইবার নহে ! তবে কেন এ মানুষ বন্ধন—কেন এ স্নেহ ভালবাসা ? বড় ইচ্ছা কবে এ বন্ধন ছিন্ন কবিয়া—এ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া আকাশের বিশাল প্রান্তরে সেই উন্মুক্ত বায়ুতে একবার প্রাণ ভরিয়া বিচরণ কবি,—এ সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা—শোক মলিনতা অতিক্রম কবিয়া নবশবতের নিম্মল শান্তিপ্রেম স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় তপ্ত হৃদয় শাস্ত কবি । কিন্তু তাহাত পারিলাম না ? এই ভাদ্রের ভরা গঙ্গাব স্রোত হৃদয় যে কুলে কুলে পবিপূর্ণ,—ইহাকে ত আয়ত্ত করিতে পারিলাম না ! বৃষ্টিতেছি এ প্রেমের বন্ধন—এ স্নেহ ভালবাসার বন্ধন যদি না ধাকিত, তবে সংসারের অনেক দুঃখ কষ্ট—অনেক হাহাকার—অনেক অশ্রুজল কমিয়া যাইত ! কিন্তু তবুও ত এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিতেছি না ! একে একে ত সকলেই চলিয়া যাইতেছে—আমার গৃহ—আমার হৃদয় মন্দির শূন্য প্রায় হইয়াছে, তবুও ত এ মোহ কাটিতেছে না ! মাহুষ যার, স্থিতি পক্ষিরা থাকে ;—সকলই যার—স্থিতি যার না কেন ? আজ আমার গৃহ আমার হৃদয় মন্দির শূন্য করিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু

বিজয়্যাব দিনে শূন্য গৃহে ক্ষীণ দীপালোকের জ্বায় ঐ দেখ আমাব হৃদয়ে
স্মৃতি মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। যদি ঐ ক্ষীণালোক নিভিয়া যাইত—
যদি উহাকে নিভাইতে পারিতাম, তবে শূন্যগৃহেব এ ভীষণ শ্মশানদৃশ্য ত
আব দেখিতে হইত না।

সমালোচন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য, শ্রীমৎ আনন্দগিরি
ও শ্রীধর স্বামিকৃত টীকা এবং বঙ্গানুবাদ সমেত শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ
কর্তৃক প্রকাশিত। এই সাবগর্ভ বিস্তীর্ণ গ্রন্থেব সমালোচনা খুব দীর্ঘ
এবং ব্যাপক হওয়া আবশ্যক, কিন্তু আমাদের পত্রিকাব সেরূপ অব-
সর্যব নহ। স্মৃতবাং যথাশক্তি—সেই অনুসাবে ইহাব আলোচনায় প্রবৃত্ত
হইলাম। ভাবতেব জ্ঞানবৃদ্ধ প্রাচীন ঋষিবা অশেষ চিন্তা ও পরিশ্রম-
বলে যে সকল বহু সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তাহাদের
মধ্যে একটি উজ্জলতর মহার্হ রত্ন। এই মহামূল্য স্বত্বেব আকর্ষণ শক্তি
এতদূর যে, ইংবেজ জন্মান প্রভৃতি পৃথিবীব বিবিধ ভাষাবলদ্বী জাতিবা নিজ
নিজ ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া লইয়াছেন। কি অধ্যাত্মতত্ত্ব, কি
মনোবিজ্ঞান, কি ব্রহ্মবিদ্যা ইহা সকল প্রকার জ্ঞানেবই একরূপ খনিস্বরূপ।
মানবচিত্ত নিবিষ্টভাবে ইহার মধ্যে একবার অবতরণ করিলে নানা বহু
সমাহরণ কবিতা পাবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতাস্তর্গত ভীষ্মপর্বেব
অংশবিশেষ। যখন কুরুক্ষেত্রেব বিশাল সমরারত্নে কোবব ও পাণ্ডব
পক্ষের মিলিত অষ্টাদশ অশ্বোহিণী সেনা উচ্ছলিত প্রলয়কর সাগববারিব
জ্বায় বিরাজ কবিতাছিল; তখন স্মৃতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়শোভী ধনঞ্জয়ের
যুদ্ধরথ সমবক্ষেত্রে উপনীত হইল, সাবধি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রস্তুত
হইতে আহ্বান করিলেন। অব্যর্থসঙ্কান পার্থ গাণ্ডীব উত্তলোন করিয়া
দেখেন, চাবিদিকেই তাঁহার আশ্রয় স্বজন, বহু বান্ধব, গুরুলোকেরা
সমবেত বহিয়াছেন, দেখিয়া অর্জুনের মনে প্রশ্ন হইল “আমি কি সম্পদ বা
রাজ্য লাভেব জন্ত এতগুলি বহুবান্ধব জাতি কুটুম্বকে হত্যা করিব? ধিক্
রাজ্য লাভে, আমি তাহার জন্ত এই গুরুতর মহাপাপকেব ভার মত্তকে
লইতে পারি না।” এই বলিয়া গাণ্ডীব ত্যাগ পূর্বক বিষম মুখে অর্জুন

বথোপরি উপবিষ্ট হইলেন । অৰ্জুনকে এইরূপে যুদ্ধে বিরত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রমাদ গণনা কবিত্তে লাগিলেন । তখন মহামনা শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে যুদ্ধে পুনঃপ্রবৃত্ত কবাইবার জন্য উপদেশ প্রদান কবিত্তে আবস্ত কবিলেন । এই স্থলেই গীতাব উৎপত্তি । উপদেশচ্ছলে আত্মাব অনশ্বরত্ব জ্ঞানযোগ কর্মযোগ প্রভৃতি যোগেব তত্ত্ব, ইন্দ্রিয় সংযমন, নিকাম ধর্ম প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ বিষয় সকল ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । মহাত্মা শঙ্করাচার্য এই গ্রন্থেব ভাষ্যকাব, এবং আনন্দগিরি ও শ্রীধব স্বামী ইহাব টীকা প্রণয়ন কবেন । টীকা ব্যতীত পরিষ্কারকপে এই গ্রন্থেব মন্ত্যোদ্ঘাটন করা যাইতে পাবে না । এই টীকা দ্বয়েব মধ্যে স্বামিকৃত টীকাই অপেক্ষাকৃত সবল ও সুবোধ্য । কৈলাসবাবু বঙ্গানুবাদেব সহিত এই গ্রন্থ প্রচাব করিয়া এদেশেব প্রভূত কল্যাণ সাধন কবিয়াছেন । কিছুকাল পূর্বে আদিত্রাক্ষসমাজ ইহাতে সংস্কৃত শাস্ত্রে স্পণ্ডিত পবলোকগত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণেব সাহায্যে একবার ভগবদগীতা বঙ্গানুবাদেব সহিত প্রকাশিত হয় । আমবা সে অম্ববাদ পাঠ কবিয়াছি । কিন্তু তাহা অত্যন্ত হর্ষোদ্য । কৈলাস বাবুর অম্ববাদ তাহা অপেক্ষা সরল এবং প্রাঞ্জল । এতদ্ভিন্ন কৈলাস বাবু এই গ্রন্থ মধ্যে শঙ্করাচার্য আনন্দগিরি এবং শ্রীধব স্বামী এই তিন মহাপণ্ডিতেব সংক্ষিপ্ত জীবনচবিত প্রকটন কবিয়া ইহাকে অনেক গুণে মূল্যবান্ কবিয়া তুলিয়াছেন । অধুনা আরও অনেক স্থলে ভগবদগীতা সাংখ্যবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কোন খানিই ইহাব সমতুল্য নয় । কৈলাস বাবু বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত ইহার সম্পাদন কার্য সম্পন্ন কবিয়াছেন । বিশেষতঃ এই প্রকাণ্ড সাববান্ গ্রন্থকে অল্প মূল্যে প্রদান কবিয়া পাঠকদিগেব পক্ষে সুবিধা কবিয়াছেন । জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিমাঞ্জেই এই মহামূল্য গ্রন্থ এক একবার পাঠ করা উচ্চিত । ইহাতে অস্তি স্নন্দর রূপে জড় হইতে আত্মার স্বতন্ত্রতা এবং অবিনাশিতা প্রতিপন্ন হইয়াছে । যথা

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি ।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্য-

ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

নৈবং হিম্বক্টি শস্ত্রাণি নৈবং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈবং জ্ঞানরম্ভ্যাপো ন শৌষয়তি মারুতঃ ॥

অর্থাৎ মানবগণ যেকোন জীর্ণ বস্ত্র পবিত্র্যাগ করিয়া নব বস্ত্র গ্রহণ করে, সেই প্রকারে দেহী অর্থাৎ আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহ পবিগ্রহ করে। অস্ত্র দ্বারা আত্মাকে ছেদন করা যায় না, ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলে কর্দমিত হয় না, বায়ুতে শুষ্ক হয় না।

বিপুল সকল যে মনুষ্যের ধর্মপথের ঘোব অন্তরায় এবং বিপুল উত্তেজনা যে মানবচিত্তকে প্রমত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তোলে, তাহা ইহাতে বিশদ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ক্রিকপে মনুষ্য বিপুল বশীভূত হইয়া পড়ে, তাহা গীতাকাব এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। যথা

প্ৰয়াত্তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেবুপজায়তে ।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।

স্মৃতি ভংশাদ্ভু ক্লিনাশো বুদ্ধিনাশাঃ প্রণশ্যতি ॥

অর্থাৎ বিষয় চিন্তা কবিত্তে কবিত্তে প্রকাশব আসক্তি জন্মে আসক্তি হইতে অভিলাষ এবং অভিলাষ হইতে ক্রোধ সঞ্জাত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। অনেক ধর্মনিষ্ঠ সাধু ব্যক্তি কর্মকে অতি নিকৃষ্ট স্থান প্রদান করেন, আবার অনেকে কর্মকে অধোগতিব হেতু বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু পবনেশ্বরে ভক্তিব্যোগ ও কর্মব্যোগ এতদন্তর সমর্পণ না করিলে ধর্মের সম্পূর্ণ যাজনা হয় না। এ সম্বন্ধে গীতা অতি সুন্দর কথা বলিতেছে। যথা

যদ্যদাচবতি শ্রেষ্ঠ স্তভদেবেতরো জনঃ ।

স যং প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদমুবর্ততে ॥

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, ইতব ব্যক্তিগণ তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; এবং তিনি যাহা মান্য করেন, তাহার তাহারই অনুবর্তী হইয়া চলে। স্মৃতবাং কর্ম একান্ত অনুর্ত্তম। এইরূপ গীতার অনেক স্থলে অতি সাবগর্ভ মহামূল্য উপদেশ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঐতিহাসিক রহস্য দ্বিতীয় ভাগ—ভাজাব বামদাস সেন প্রণীত। এ পুস্তকখানি অনেক দিন হইতে আমাদের হস্তগত হইয়াছে,—কিন্তু এ পর্যন্ত সমালোচিত হয় নাই, সে জন্য গ্রন্থকার অপরাধ মার্জনা করিবেন। গ্রন্থকাবকে আর বিশেষরূপে পরিচিত্ত করিতে হইবে না, ইনি একজন

বঙ্গের লক্ষপ্রতিষ্ঠ যশোভাজন লেখক। এই পুস্তকে গ্রন্থকাব ভাবতের প্ৰবাত্ত যটিত অনেক প্রশ্নের বিচার কবিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাকে বিশেষ আশাস ও পবিশ্রম স্বীকার কবিতে হইয়াছে। এই সাববান্ গ্রন্থের প্রচাবে বামদাস বাবু বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ কল্যাণ সাধন কবিয়াছেন। তবে প্রবৃত্ত স্বস্থক্ষে আলোচনা কবিতে গিয়া সকলের মনোবঞ্জন হয় না, কাবণ ও সকল বিষয়ে লোকেব ভিন্ন ভিন্ন মত। সকল অংশের সহিত আমাদের মত না মিলিলেও এই গ্রন্থে অনেক শিথিবাব ও জানিবাব কথা আছে।

বাস্তবালীর ইয়োরোপ দর্শন—গ্রন্থকাবের নামোক্তেণ নাই, কিন্তু পুস্তকপাঠে বুঝিতে পারা যায় যে গ্রন্থকাব একজন বিচক্ষণ ও স্নলেখক ব্যক্তি। ইনি স্বদেশ হইতে যাত্রা কবিসা—ইয়োরোপের যে সকল দেশ ভ্রমণ কবেন, সেই সকল দেশের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইহাতে লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন। সমুদ্র, অৰ্ণবপোত, স্নমেক্স-ক্যানেল, পাবিস, বাঙন, বোম টংবাজ ও ফবাসিজাতিব সামাজিক আচাব, ইতালীষ লোকদিগের বাীতিনীতি প্রভৃতি বিষয়ের উজ্জল ছন্দাক্ষক ছবি ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। এতস্তিন্ন ইহাতে আবুসঙ্গিক আবও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। এই পুস্তক পাঠ কবিতে কবিতে অন্তঃকরণ কৌতুহল ও আনন্দে অধীর হইয়া উঠে। পুস্তকখানি এক একবার পাঠ কবিয়া সকলেরই কৌতুহল চরিতার্থ করা উচিত বোধ হয়।

পাপীর নবজীবন লাভ—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ছদ্মিয়াসক্ত পাপাচারী পুরুষ পাপের আপাত-মধুব প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া ক্লিপ দুর্গতিব মধ্যে জীবনযাপন কবে এবং বিধাতার কৃপা অকস্মাৎ তাহাব উপর অবতীর্ণ হইয়া ক্লিপে আশ্চর্য্য কোশলে তাহাকে উদ্ধার কবে, গ্রন্থকার তাহা নানা জনেব জীবনেব দৃষ্টান্ত দ্বাবা এই গ্রন্থে নিবদ্ধ কবিয়াছেন। যে কয়েকজন পাপীর নবজীবন লাভের কথা লিখিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সকলেরই ব্রাহ্মসমাজ অথবা তৎসংস্ৰষ্ট ব্যক্তির সংসর্গে পড়িয়া এই আশ্চর্য্য পরিবর্তন হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মসমাজেব পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নয়। গ্রন্থের স্থানে স্থানে লিপিতাকুর্য্য দৃষ্ট হয়। সকলেরই এই গ্রন্থখানি এক একবার পাঠ কবা উচিত, মনে করি।

মহম্মদ চরিত—সঞ্জীবনী সম্পাদক বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ, প্রণীত। আজকাল অনেকেই অনেক মহম্মাব জীবনচরিত লিখিতে

আবস্ত কবিয়াছেন ; কিন্তু বঙ্গভাষাতে আমবা যতখানা জীবন চরিত পাঠ কবিয়াছি, তন্মধ্যে “বুদ্ধদেব চবিত” ও “মহম্মদ চবিত” আমাদের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। যখন “বুদ্ধদেব চবিত” আমবা পাঠ করি, তখনই আমাদের এই ধাবণা হইয়াছিল, কৃষ্ণবাবু বঙ্গসাহিত্য সংসাবে জীবনচবিত লেখকদিগের মধ্যে একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ লেখক বলিয়া পবিগণিত হইবেন, মহম্মদ চবিতে আমাদের সেই ধাবণা আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। তাঁহার স্মার্কিত ওজস্বিনী ভাষা গভীর চিন্তা ও গবেষণা শক্তি একপ বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী। মহাত্মা মহম্মদের নবজীবন লাভের অধ্যায় পড়িতে পড়িতে আমাদের মত লোকেরও নিদ্রিত প্রাণ জাগ্রত হইয়া উঠে, নিবাশাভগ্ন প্রাণে আশাব সঞ্চার হয়। ক্ষুদ্র দুর্বল মানব প্রাণে প্রার্থনা ও ব্যাকুলতাব বলে কি কবিয়া মহান্ ঈশ্বরের ককণা শক্তি অবতীর্ণ হয়, জীবন্ত বিশ্বাসের বলে কিরূপে মানবজীবন সংশয় বিপদ হইতে উদ্ধার পায়, কৃষ্ণবাবু হৃদয় মুগ্ধকব ভাষায় তাহা চিত্রিত করিয়াছেন। মহাত্মা মহম্মদকে নিষ্ঠুর ও নববক্ত-পিপাসু ধর্মবীর বলিয়া আমাদের এতদিন ধাবণা ও বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এই গ্রন্থ পড়িয়া আমাদের সেই ধাবণা ও বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছে,—মহম্মদের সম্বন্ধে আমাদের অনেক কুসংস্কার দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহার প্রতি আমাদের প্রাণের শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। কিন্তু এখানে একটা কথা বলিবাব আছে। লেখক মহম্মদের বহু বিবাহের দোষ ক্ষাপনের জন্ত দেশপ্রচলিত বীতিব ও অস-হায়্য রমণীদিগের প্রতি তৎকালিক অমানুষিক অত্যাচারের যে দোহাই দিয়াছেন, তাহাতে আমবা পবিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না। তাঁহার জায় সংস্কারকের জীবনে ইহা গভীর কালিমা। এতদ্ব্যতীত একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্ত বিভিন্ন পৌত্তলিক দেশে সমরসজ্জা, তাঁহার জীবনের আব একটা কলঙ্ক। ইহা জীবনচরিত লেখকের দোষ নহে, মহম্মদের জীবনের ছটা কলঙ্ক। তবে এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি,—বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে নাটক উপস্থাসের সংখ্যা না বাড়িয়া একপ গ্রন্থের সংখ্যা দিন দিন যত বাড়ি, দেশের ও সমাজের ততই মঙ্গল। আমরা অহরোধ করি, কৃষ্ণবাবু প্রতি বৎসর আমাদেরিগকে একপ এক একখানি অনুল্য গ্রন্থ উপহার দিয়া বঙ্গভাষার কলেবর প্রশস্ত করুন।